শিক্ষক নির্দেশিকা

শিশু শ্রেণি

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি
এফআইভিডিবি
খাদিমনগর, সিলেট

২০১৪

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ করণীয়	১
২.	শেখার নীতি	২
৩.	রিডিং স্কীম এর উদ্দেশ্য, রিডিং স্কীম এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, রিডিং স্কীম এর বইগুলোর বৈশিষ্ট্য	৩
৪.	সাপ্তাহিক রুটিন, দৈনিক সময় বিভাজন	৪
৫.	হাজিরা ডাকা, বড়দলে কাজ, মানসাঙ্ক, সৃজনশীল কাজ, পাঠ উপস্থাপন	৫
৬.	দল বিভাজন, দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা, পাঠ যাচাই, বিনোদন, ওয়ার্কবুক	৬
৭.	হাতের লেখা, ছবি এঁকে মজা করি, পানি ও বালি কর্ণার, রির্ডি কর্ণার, পাঠাগার, ববশ(বহুল ব্যবহৃত শব্দ), দেখে শেখা শব্দ,	৭
৮.	মূল্যায়ন, শিক্ষক সহায়িকা	৮
৯.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান: শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং এবং শেয়ারড ও গাইডেড রাইটিং	৯ - ১১
১০.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান: গণিত , পরিবেশ বিজ্ঞান	১২
১১.	বিষয় ভিত্তিক পাঠদান: ইংরেজি	১৩ - ১৫
১২.	মূল্যায়ন কী ও কেন?	১৬
১৩.	বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন : পড়া , লেখা	১৭
১৪.	বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন : গণিত , পরিবেশ বিজ্ঞান , ইংরেজি	১৮
১৫.	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : পড়া , লেখা	১৯
১৬.	মূল্যায়ন বইয়ের পাঠ্যক্রম	২০
১৭.	ধ্বনি চর্চা	২১
১৮.	বিস্তারিত গল্প	২২ - ২৬
১৯.	শব্দের খেলা	২৭ - ৩৩
২০.	সৃজনশীল কাজ	৩৪ - ৩৭
২১.	মানসাঙ্ক বিষয়ে কয়েকটি খেলা	৩৮ - ৩৯
২২.	গল্প বলা	৪০
২৩.	ব্রেইন জীম	৪১
২৪.	ছড়া ও কবিতা	৪২ - ৪৬

শ্রেণি পরিচালনার সাধারণ করণীয়

শ্রেণি পরিচালনায় শিক্ষককে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এগুলো শ্রেণি কার্যক্রমে শিশুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা ও শিশুর কাজকে ফলপ্রসূ করার পাশাপাশি শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়তা করে।

ক. শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি

দিনের শুরুতেই শিক্ষককে একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। হাজিরা ডাকা, কুশল বিনিময়, আগের দিনের অনুপস্থিত শিশুর সাথে অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কথা বলা-এগুলো হলো সাধারণ উদ্যোগ। এ ছাড়া শিশুদের বসার ব্যবস্থা ঠিক করা, উপকরণ প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি শিশুদের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে।

খ. আগ্রহ তৈরি

প্রকৃত অর্থে যে কোনো পাঠে শিশুদের আগ্রহ তৈরির জন্য শিক্ষককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেটি হতে পারে শিশুদের প্রতি শিক্ষকের বন্ধু সুলভ আচরণ, আকর্ষণীয় শিখন উপকরণ ব্যবহার করা, পাঠের কার্যাবলীতে বৈচিত্র্য আনা, শিশুদের জন্য উপযোগী এবং তাদের জ্ঞান সীমার ভেতর থেকে নানা উদাহরণ দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষকের এই সব কৌশল শিশুদের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ তৈরিতে সহায়তা করে।

গ. শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

একটি পাঠ ফলপ্রসূ করার জন্য যে কাজটি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, তা হলো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ। যাদের উদ্দেশ্যে কাজ, সে কাজে তাদেরই যদি অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে কাজটি কখনই অর্থবহ হয় না। শ্রেণি কক্ষের ভেতরে ও বাইরে নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন। বিষয় ভিত্তিক পাঠের বিস্তারিত বর্ণনায় এ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ. যোগ্যতা অর্জন

প্রতিদিনের প্রতিটি পাঠে শিশুরা যে সকল যোগ্যতা অর্জন করার কথা তা যাতে যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সে বিষয়টি শিক্ষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে প্রতিদিনের পাঠগুলো ঠিক সে আঙ্গিকে সাজাতে হবে এবং সকল কার্যাবলি নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ. পাঠ যাচাই

প্রতিটি পাঠ শিশুরা কতটা আয়ত্ব করতে পারল, পাঠের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা শিক্ষককে পাঠ চলাকালীন এবং পাঠ সমাপান্তে শিশুদের যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। ফলে শিক্ষক পরবর্তী পাঠে অগ্রসর হবেন না কি একই পাঠ পুনরালোচনা করবেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

চ. নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুদের সাহায্য করাই নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক পাঠ যাচাইয়ের সময় শিশুদের কাজ দিয়ে এবং প্রশ্ন করে বুঝতে পারেন কে কেমন পারছে। তার কাছে যাদেরকে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশু বলে মনে হবে, তাদের তিনি প্রতিদিনই শিখতে সাহায্য করবেন। নিরাময়মূলক ব্যবস্থার বাধা ধরা কোনো নিয়ম নেই, তবে কোনো বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দেয়া, উদাহরণ দেয়া, ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেখানো এবং বারবার চর্চা করানোর মাধ্যমে শিশুদের শিখতে সাহায্য করা যেতে পারে।

শেখার নীতি

মানুষের শিক্ষা অর্জন কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। শেখার ক্ষেত্রে এগুলো মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া। শিক্ষা কর্মে নিয়োজিত শিক্ষক এবং অন্যান্যদের উচিৎ শিক্ষার এই প্রক্রিয়াগুলো অনুধাবন করে এগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

ক) পরিচিত থেকে অপরিচিত

মানব শিশু প্রথমে বাবা, মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চিনে। পরিবারের কে বড়, কে ছোট তা বুঝতে শিখে। তারপর প্রতিবেশী মানুষ জনের সাথে পরিচিত হয়। বাড়ির পাশের গাছ-পালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি সম্পর্কে জানে। এ সবই তার পরিচিত, তাই পাঠদানের সময় **পরিচিত থেকে অপরিচিত** নীতিটি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত চর্চায় পরিচিত উপকরণ ব্যবহার করে শিশুর গণিত শেখাকে সহজ ও আনন্দময় করা যেতে পারে। যেমন- পাথর, বিচি ইত্যাদি দিয়ে গুণতে শেখানো, কারণ এগুলো তাদের পরিচিত। আবার ভাষা শেখার বিষয়টি- শিশুকে **বল** শব্দটি শেখানোর সময় যদি একটি বল কিংবা বলের ছবি দেখানো হয়, তখন তার জন্য শব্দটি সহজ হয়। কারণ এখানেও শিশুকে তার পরিচিত একটি বস্তু বা ছবি থেকে তাকে অপরিচিত শব্দের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খ) জানা থেকে অজানা

শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকে গরু, ছাগল ইত্যাদি চেনে। পশুর বিভিন্ন আকৃতি থেকে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। অর্থাৎ পরিচিত জিনিসের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো জিনিসের ধারণা লাভ করে। আবার আগের উদাহরণটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, জানা ছবি দেখিয়ে শিশুকে অজানা শব্দের জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গ) সহজ থেকে কঠিন

শিশুর কাছে প্রথমেই জটিল বিষয় উপস্থাপন করলে তার অপরিণত বোধশক্তি তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর মানসিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়তে থাকে। এজন্য শিশুদেরকে প্রথমে সহজ ও ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় শেখাতে হয়।

ঘ) মূর্ত থেকে বিমূর্ত

শিশুর চিন্ড়া ভাবনা বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বস্তু ছাড়া বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা তার পক্ষে কষ্টকর। তাই শিশুর শিক্ষা শুরু করতে হবে বস্তু অর্থাৎ মূর্ত থেকে। যেমন- একটি কাঁচা পেঁপে ও পাকা পেঁপে বোঝাতে পেঁপে দুটি এনে বুঝানো যত সহজ, মুখে বলে তত সহজ নয়। কারণ, কাঁচা ও পাকার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য না দেখে বুঝতে পারবে না।

ঙ) সমগ্র থেকে অংশ

আমরা যখন কোনো জিনিস দেখি তখন এর সাথে সম্পূর্ণটা দেখি। তারপর আস্ড়ে আস্ড়ে এর বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করি। যেমন- প্রথমে শিশুকে একটি চারাগাছ দেখানো এবং পরে তার বিভিন্ন অংশ শেখানো।

চ) বিশেষ থেকে সাধারণ

শিশুকে প্রথমে বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দিতে হবে। পরে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। যেমন- বিশেষণ কাকে বলে এই সংজ্ঞা না দিয়ে তাকে প্রথমে উদাহরণ দিয়ে পরে সংজ্ঞা দিলে তা বিজ্ঞান সম্মত হয়। যেমন: ভাল, মন্দ, কম, বেশি এবং পরিমাণ এগুলো হল বিশেষণ। একইভাবে ২+২=৪ এই সূত্রটি আগে না বলে দুইটি কাঠির সাথে আরো দুইটি কাঠি মিলিয়ে চারটি কাঠি হয়, এই বিষয়টি শিশুকে আগে বুঝাতে হবে।

রিডিং স্কীম এর উদ্দেশ্য

- ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা)।
- সাবলীলভাবে পড়তে শেখার দক্ষতা অর্জন।
- শিশুদেরকে পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- শব্দভান্ডার সমৃদ্ধশালী করা।
- পড়ে পাঠের বিষয় বুঝতে পারা।
- কাঠামো অনুসরণ করে লিখতে পারা।

রিডিং স্কীমের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বইয়ে রঙিন ছবির ব্যবহার শিশুদের আগ্রহ তৈরি করে ও গল্পের বিষয় অনুমান করতে সহায়তা করে।
- বিগবুক দেখে শিশুরা গল্পের বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়।
- কী পড়তে হবে বা লিখতে হবে তা না বলে কীভাবে পড়তে বা লিখতে হয় সে কৌশল শিখিয়ে দেয়া হয়।
- শব্দের প্রতিটি ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ ও সেগুলো একত্রিত করে সম্পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করা হয়।
- শেয়ারড রিডিং এ শিশুকে ববশ(বহুল ব্যবহৃত শব্দ), দেখেশেখা শব্দ ও পাঠে ব্যবহৃত নতুন শব্দ বারবার দেখানো হয় ও চর্চা করানো হয় যা পরবর্তীতে শিশুকে দ্রুত ও স্বাধীনভাবে পড়তে সহায়তা করে।
- শেয়ারড রাইটিং এ শিশুদের লেখার কৌশল দেখিয়ে দেওয়া হয় যা পরবর্তীতে শিশুকে স্বাধীনভাবে লিখতে সহায়তা করে।
- গাইডেড রিডিং এবং রাইটিং এর মাধ্যমে শিশুদের পড়া ও লেখার মান যাচাই করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয় ।
- শিশুকে মুখস্থ করে শেখার চেয়ে বুঝে আয়ত্ব করতে সহায়তা করা হয়।

রিডিং স্কীমের বইগুলোর বৈশিষ্ট্য

- ৪টি লেভেলে ৪০টি বই আছে। প্রতিটি বই এর একটি করে বিগবুক রয়েছে।
- বইগুলোকে ‘সহজ থেকে কঠিন’ পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন করা হয়েছে।
- শিশুদের পরিচিত বিষয় নিয়ে সহজ এবং শিশু উপযোগী ভাষায় গল্পগুলো উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ববশ (বহুল ব্যবহৃত শব্দ) ও দেখেশেখা শব্দের ব্যবহার রয়েছে।
- বাক্যে শব্দের পুনরাবৃত্তি রয়েছে।
- গল্পের বিষয় আকর্ষণীয় ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সাপ্তাহিক রুটিন

শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
শেয়ারড রিডিং	শেয়ারড রিডিং	শেয়ারড রাইটিং	শেয়ারড রাইটিং	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান
গাইডেড রিডিং	গাইডেড রিডিং	গাইডেড রাইটিং	গাইডেড রাইটিং	ইংরেজি	ইংরেজি
গণিত	ইংরেজি	গণিত	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান	

দৈনিক সময় বিভাজন

কাজ	সময়	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
হাজিরা ডাকা	০৫ মি:	→					
বড়দলে কাজ	১০ মি:	ধ্বনি চর্চা/ বর্ণ চর্চা/ শব্দের খেলা	ধ্বনি চর্চা/ বর্ণ চর্চা/ শব্দের খেলা	সৃজনশীল কাজ	ব্রেইনজীম	মানসাঙ্ক	সৃজনশীল কাজ
পাঠ উপস্থাপন, দলীয় কাজ ও পাঠ যাচাই	৩০ মি:	শেয়ারড রিডিং	শেয়ারড রিডিং	শেয়ারড রাইটিং	শেয়ারড রাইটিং	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান
পাঠ উপস্থাপন, দলীয় কাজ ও পাঠ যাচাই	৩০ মি:	গাইডেড রিডিং	গাইডেড রিডিং	গাইডেড্ রাইটিং	গাইডেড রাইটিং	ইংরেজি	ইংরেজি
বিনোদন	১৫ মি:	হাতের লেখা	হাতের লেখা	ছড়া/কবিতা	গান	ছড়া/কবিতা	গল্প বলা
পাঠ উপস্থাপন, দলীয় কাজ ও পাঠ যাচাই	৩০	গণিত	ইংরেজি	গণিত	গণিত	পরিবেশ বিজ্ঞান	

হাজিরা ডাকা

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর হাজিরা ডাকার মাধ্যমে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন ও যেসব শিশু অনুপস্থিত রয়েছে অন্যান্য শিশুদের কাছে তাদের ব্যাপারে জানতে চাইবেন। পরের দিন যাতে সকল শিশু বিদ্যালয়ে আসে তা বলবেন। অতপর ঐ দিনের বিষয় ভিত্তিক শ্রেণির কাজের খাতা শিশুদের বন্টন করে দেবেন অথবা ২/৩ জন শিশুকে দিয়ে বন্টন করাবেন।

বড়দলে কাজ

বড়দলে বিভিন্ন বিষয় চর্চা যেমন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে, তেমনি শিশুদের সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ ঘটায় যা তাদের সামগ্রীক শিখনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রেণিকক্ষে বিষয় ভিত্তিক পাঠদান শুরুর আগে ঐ বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন খেলা বা কাজ বড়দলে শিশুদের নিয়ে চর্চা করাবেন। যেমন- বর্ণমালা চর্চা, ধ্বনিচার্ট থেকে ধ্বনি চর্চা, সৃজনশীল কাজ, মানসাঙ্ক, ব্রেইনের হালকা ব্যায়াম (ব্রেইন জীম) ইত্যাদি।

মানসাঙ্ক

ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যার সমাধান অতি দ্রুত ও নির্ভূলভাবে সমাধান করার প্রক্রিয়া হল মানসাঙ্ক। শিশুরা যত বেশি মানসাঙ্ক চর্চা করবে গণিতের উপর তার দখল তত বাড়বে। শিশুরা খাতা-কলম ব্যবহার না করে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেবে। বিষয়ভিত্তিক পাঠদান শুরুর আগে বড় দলে শিশুদের মানসাঙ্কের খেলাগুলো চর্চা করাবেন। যেমন - মাথায় হাত, সেভেন আপ, টিপটপ ইত্যাদি।

সৃজনশীল কাজ

সক্রিয় শিখন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি শিশুদের সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ রয়েছে। 'সৃজন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সৃষ্টি করা, নির্মাণ বা তৈরি করা। তবে এ সৃষ্টি কোনো কিছুর অনুকরণ নয়, এমন কি অনুসরণও নয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে, সেই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা-চিন্ড়া, আবেগ-উপলব্ধিগুলোকে যখন শিশুরা একেবারেই নিজের মতো করে প্রকাশ করে এবং যার মধ্যে একটি শিল্পময় রূপের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে সৃজনশীল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়ভিত্তিক পাঠদান শুরুর আগে বড় দলে শিশুদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে সৃজনশীল কাজ চর্চা করাবেন। যেমন, চিন্ড়া করে লাফ দেই, সঠিক স্থানে ছুঁড়ে মারি, নিশানা চর্চা ইত্যাদি।

পাঠ উপস্থাপন

প্রতিটি বিষয় শুরু করার আগে সেই বিষয়ের পাঠ উপস্থাপন করবেন। পাঠের উদ্দেশ্য কী, সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে কী শিখবে বা চর্চা করবে তা শিশুদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়াই পাঠ উপস্থাপনের লক্ষ্য। শিশুরা যাতে সঠিকভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে পাঠ উপস্থাপনের সময় কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। লক্ষ্য রাখবেন, প্রত্যেক শিশু যেন পাঠ বুঝতে পারে। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে, উপকরণ ব্যবহার করে এবং হাতে-কলমে কাজের ব্যাখ্যা দেবেন। এ জন্য সব সময় পূর্ব প্রস্তুতি নেবেন। সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখে না দিয়ে বরং প্রশ্নে কী চেয়েছে তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন এবং কীভাবে উত্তর লিখতে হবে তার কৌশল আলোচনা করবেন। গণিতের বা শব্দের কোনো খেলার ক্ষেত্রে প্রথমে নিজে কাজ করবেন এবং পরে শিশুদেরকে দিয়ে করাবেন।

দল বিভাজন

সক্রিয় শিখন পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনার জন্য শিশুদের ছোট ছোট দল গঠন করা হয়। শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং শিখনেও তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। এই দলগুলো গঠন করা হয় শিশুদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে। যেসব শিশু তুলনামূলকভাবে সবল তাদের একটি দল, যারা মধ্যম তাদের আরেকটি দল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের একটি দল। আবার দুর্বল ও সবল শিশুকে পাশাপাশি বসিয়েও দল করা হয়। এতে দুর্বল শিশু সহপাঠীর কাছ থেকে সহায়তা পায় এবং সবল শিশুর মধ্যেও অন্যকে সহায়তা করার মানসিকতা গড়ে উঠে। প্রতি দলে সাধারণত ১০ জন শিশু থাকে। শিশুদের সুবিধার্থে তিনটি দলকে তিনটি নাম দেয়া যেতে পারে। যেমন গোলাপ, বেলী, শাপলা। বছরের বিভিন্ন সময়ে দলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

দলীয় কাজে শিক্ষকের সহায়তা

প্রতিটি বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনের পর শিশুদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করবেন। শিশুরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে এবং শিখনেও তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষক প্রতি দলেই কমপক্ষে একবার সরাসরি সহায়তা করবেন। যেসব শিশু ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তাদেরকে উৎসাহ দেবেন এবং যারা পারবে না তাদেরকে একটু বেশি সময় দেবেন। যেসব শিশু আগে কাজ শেষ করবে তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ দেবেন। লক্ষ্য রাখবেন কোনো শিশু যেন কাজ ছাড়া না থাকে। শিশুকে ব্যস্ড় রাখার জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ড় নেবার দক্ষতা প্রত্যেক শিক্ষককে অর্জন করতে হবে।

পাঠ যাচাই

মূলত শিশুদের মধ্যে আন্ড়ঃসম্পর্ক তৈরি এবং ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ই পাঠ যাচাইয়ের উদ্দেশ্য। শিশুরা যদিও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একই কাজ করে তবুও ভিন্ন ভিন্ন শিশু কিংবা ভিন্ন ভিন্ন দলের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। তাই আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করাই হচ্ছে পাঠ যাচাই। প্রতিটি বিষয়ে দলীয় কাজ শেষ করার পর সবগুলো দল একসাথে বসবে এবং আলোচনার মাধ্যমে কাজ শেয়ার করবে। কোনো শিশুর লেখা সঠিক না হলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দেবেন।

বিনোদন

শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে বিনোদনের বিষয়টি খুবই গুর“ত্বপূর্ণ। পাঠের ফাঁকে এই বিনোদন প্রকৃতপক্ষে শিশুকে পাঠে অধিক মনোযোগী করার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রথম দুটি বিষয়ের পাঠদান শেষে বিনোদন হবে। লক্ষ্য রাখবেন, শ্রেণির সকল শিশু যেন এতে অংশগ্রহণ করে। বিনোদনের জন্য গান, কবিতা, ছড়া, গল্প বলা চর্চা করাবেন।

ওয়ার্কবুক

ওয়ার্কবুকে কাজ করার মাধ্যমে শিশু একা একা কাজ করা শিখবে। বংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু কাজ ওয়ার্কবুকে রয়েছে। র“টিন অনুযায়ী হাতের লেখা ক্লাসে বাংলা ওয়ার্কবুক এবং গণিত ও ইংরেজি ওয়ার্কবুক বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের সময় চর্চা করাবেন। কোনো নতুন বর্ণ শেখানোর সময় প্রথম দিন ওয়ার্কবুকে চর্চা করাবেন। পরবর্তীতে ক্লাসের খাতায় চর্চা করাবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ার্কবুক চর্চা করাবেন। প্রয়োজনে বাড়িতে ওয়ার্কবুক এর কাজ দিতে পারেন। শিশুরা ওয়ার্কবুক এর কাজ করার পর তা যাচাই করবেন ও কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন ও শিশুকে দিয়ে চর্চা করাবেন।

হাতের লেখা

রুটিনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে শিশুদের হাতের লেখা চর্চা করাবেন। হাতের লেখা ক্লাসে শুধুমাত্র বাংলা বিষয় চর্চা করাবেন। বর্ণ চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম দিন ওয়ার্কবুক চর্চা করাবেন এবং পরের দিন ক্লাসের খাতায় চর্চা করাবেন।

ছবি এঁকে মজা করি

ছবি এঁকে মজা করি বইটি শিশুদের সৃজনশীল কাজের একটি অংশ। রুটিনে উলিণ্ঢখিত সৃজনশীল কাজের সময় বইটি শিশুদের চর্চা করাবেন। সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন বইটি ব্যবহার করবেন।
শিশুরা এক পৃষ্ঠার সবগুলো কাজ একই দিনে করবে না। এক দিনে শুধুমাত্র একটি অংশের কাজ করবে। যেমন- প্রথম দিন রং করবে, দ্বিতীয় দিন হাত ঘুরাবে ও রং করবে এবং শেষের দিন নিজে ছবি আঁকবে ও রং করবে।

পানি ও বালির কর্ণার

সৃজনশীল কাজের আরেকটি অংশ হচ্ছে পানি ও বালির কর্ণার। এটি শিশুদের পরিমাপের ধারণা, যৌক্তিকতা ও বিশেণ্ঢষণ দক্ষতা বাড়াতে এবং শিখন ও খেলার প্রতি ইতিবাচক ধারণা তেরিতে সহায়তা করে। রুটিনে উলিণ্ঢখিত সৃজনশীল কাজের সময় বিষয়টি শিশুদের চর্চা করাবেন।

রিডিং কর্ণার

নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার পর শ্রেণিকক্ষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিশুরা একা বা জোড়ায় বসে বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই ও ম্যাগাজিন (শিশু ম্যাগাজিন, রংধনু ইত্যাদি) পড়বে।

পাঠাগার

শিশুদের পঠন অভ্যাস গড়ে তোলা ও পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের মধ্যে সৃজনশীল ও সুস্থ চিন্ড়া চেতনার বিকাশের লক্ষে বিদ্যালয় ভিত্তিক পাঠাগার রয়েছে। শিশুরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করবে ও জমা দেবে। শিক্ষক পাঠাগারের বই সংরক্ষণ, শিশুদের বই দেয়া ও নির্দিষ্ট সময় পর বই সংগ্রহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও শিশুদের বই পড়তে উৎসাহিত করা, পঠন অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি পঠিত বই ও বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। পাঠাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষক সেগুলো অনুসরণ করবেন।

ববশ (বহুল ব্যবহৃত শব্দ)

অতি পরিচিত পরিবেশ ও বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হলে তা শিশুর কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়। শিশু প্রতিনিয়ত যে সকল শব্দ শুনে এবং বলে এগুলোই গল্পের ভাষায় বারবার আসা উচিত। পরিচিত ও সহজ বানানের শব্দ ও বারবার ঐ শব্দগুলো পড়ার ফলে শিশু সহজেই পঠিত বিষয়বস্তু পড়তে ও বুঝতে পারে। এধরণের শব্দগুলোকে বলা হচ্ছে 'ববশ' (বহুল ব্যবহৃত শব্দ)। শিশু যত বেশি ববশ আয়ত্ব করতে পারবে, তার পড়া হবে তত গতিশীল ও নির্ভুল।

দেখেশেখা শব্দ

যে শব্দ বানান না করে একজন শিশু দেখে দেখেই আয়ত্ব করে বা দৃষ্টায়ত্বভাবে আয়ত্ব করে শেখে। অনেক কঠিন বা জটিল শব্দ বারবার দেখার ফলে ছবির মতো শুধু আকার-আকৃতি এবং গঠন দেখেই শিশু শব্দটি পড়ে ফেলতে পারে। এভাবে কঠিন, জটিল শব্দ পড়তে পারলে শিশুর পড়ার গতি বা সাবলিলভাবে পড়ার দক্ষতা বেড়ে যায়। এজন্য পাঠের

শুরুর দিকে কঠিন ও অপরিচিত শব্দ শ্রেণিকক্ষে বারবার প্রদর্শন করে চর্চা করালে শিশুরা সহজে আয়ত্ব করতে পারে। তবে এ ধরণের শব্দ বেশি ব্যবহার করলে শিশু শব্দের বানানের দিকে মনোযোগ দেবে না। এতে পড়া শেখানোর উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাই পরবর্তীতে দেখেশেখা শব্দগুলো ধ্বনি ভেঙ্গে পড়াবেন।

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হচ্ছে শিখন-শেখানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাঠ্যক্রমে উলিণ্ঢখিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে মূল্যায়ন করা হবে। শিশুরা কাংখিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা ও নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই পাঠ চলাকালে ও পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হল কি না তা জানার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক পাঠদানের পরিকল্পনা করবেন।

শিক্ষক সহায়িকা

পাঠ্য বই সমূহকে শিক্ষক ও শিশুদের কাছে অধিকতর কার্যকর করার জন্যই শিক্ষক সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন পাঠের উদ্দেশ্য, মূলভাব ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিবেচনায় রেখে শিশু উপযোগী কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠকে বাস্ড়বতা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষক পাঠদান করবেন। তাছাড়া প্রতিদিনের পরিকল্পনায় ভাষার চারটি দক্ষতা (বলা, শোনা, পড়া, লেখা) চর্চার ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের অবশ্যই সহায়িকাগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান

শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং এবং শেয়ারড ও গাইডেড রাইটিং

শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যকার দলবদ্ধভাবে 'পড়া ও লেখা' শিখন-শেখানোই হলো শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং এবং শেয়ারড ও গাইডেড রাইটিং। এটি একটি মিথস্ক্রিয়ামূলক (Interactive) প্রক্রিয়া- যেখানে শিক্ষক এক প্রানবন্ড় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু উপযোগী করে পাঠদান করেন এবং একই সাথে শিশুরাও সেই পাঠ গ্রহণে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। শেয়ারড রিডিং ও শেয়ারড রাইটিংএ শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। কীভাবে পড়তে ও লিখতে হবে তিনি তা মডেল হিসাবে করে দেখাবেন। গাইডেড রিডিং ও রাইটিংএ শিশুই মূলত কাজ করবে। শিক্ষক শিশুদের মান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

শেয়ারড রিডিং

করণীয়

- শেয়ার রিডিং ও গাইডেড রিডিং-এ একই বই শিশুরা পড়বে।
- লেভেল ১ ও ২ এর বই পড়ানো হবে।
- লেভেল ১ এর প্রতিটি বই ১ সপ্তাহ এবং লেভেল ২ এর প্রতিটি বই দুই সপ্তাহ করে পড়াবেন।
- সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠদান করাবেন।
- শিক্ষক বড়দলে বিগবুক থেকে পড়ে শোনাবেন।
- প্রতিটি বইয়ের বিস্ড়ারিত গল্প শিক্ষক শিশুদের বলবেন।
- চলমান বইয়ের 'শেখানো শব্দ' এবং 'দেখেশেখা শব্দ' শ্রেণিকক্ষে ডিস-পেণ্ড বোর্ডে টাঙিয়ে রাখবেন।
- গল্প বলার সময় শিশু আঞ্চলিক বা কথ্য শব্দ ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সঠিক ও শুদ্ধ শব্দটি বলে দেবেন এবং শিশুদের দিয়ে উচ্চারণ করাবেন। বিশেষ করে যে শব্দগুলো গল্পের শব্দের সাথে মিল রয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া

শিক্ষক নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শেয়ারড রিডিং এর ক্লাস পরিচালনা করবেন। শিশুরা অংশগ্রহণ করবে।

- শিশুরা বড় দলে বসবে। শিক্ষকের কাছে গল্পের বিগবুক থাকবে।
- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠদান করাবেন।
- বইয়ের নাম ও প্রচ্ছদ সম্পর্কে শিশুদের বলবেন।
- শিশু যাতে ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে কিংবা কল্পনা করতে পারে এমন প্রশ্ন করবেন। যেমন- ছবিতে কী ঘটছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় কী ঘটতে পারে, এটা ঘটার কারণ কী ইত্যাদি।
- ছবিতে গল্পের চরিত্রের ভাবভঙ্গি/অনুভূতি শিশুরা বুঝতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। যেমন, 'দাদি' গল্প বইয়ে- অপুর মুখ দেখে তোমার কী মনে হয়? দাদি কী চিন্ড়া করছেন? ইত্যাদি।
- গল্পের ঘটনার সাথে নিজের অভিজ্ঞতার মিল থাকলে বলবেন। কোনো শিশুর অভিজ্ঞতার মিল রয়েছে কি না প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।
- এরপর শেখানো শব্দ / দেখেশেখা শব্দ শিশুদের বারবার দেখাবেন ও উচ্চারণ করাবেন।
- শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি (অক্ষর) ভেঙে ও একত্রিত করে চর্চা করাবেন। যেমন - অ পু = অপু, দা দা = দাদা
- একই কারচিহ্ন (া, ু ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিশুদের পরিচিত একই ধরণের আরও কয়েকটি শব্দ পরিচয় করিয়ে দেবেন। যেমন: বাবা, চাচা, নানা, অপু, তপু ইত্যাদি।

গাইডেড রিডিং

করণীয়

- মূলত: শেয়ারড রিডিং-এ যে বই পড়ানো হবে, গাইডেড রিডিং-এ একই বই শিশুরা পড়বে।
- লেভেল- ১ এর বই পড়ানোর সময় প্রতিটি গাইডেড রিডিং সেশনে শিক্ষক শ্রেণির অর্ধেক (১৫ জন) শিশুকে সরাসরি পড়তে সহায়তা করবেন। আবার লেভেল- ২ এর বই পড়ানোর সময় প্রতিটি গাইডেড রিডিং সেশনে শিক্ষক শ্রেণির ৭/৮ জন শিশুকে পড়ায় সরাসরি সহায়তা করবেন। বাকিরা অন্যান্য রিডিং অ্যাকটিভিটি, শব্দের খেলা ইত্যাদি চর্চা করবে।
- শিশুরা পড়ার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পড়ে কি না শিক্ষক তা লক্ষ্য রাখবেন।
- শিক্ষক নির্দিষ্ট দলের শিশুদের সরাসরি পড়ায় সহায়তা করার পূর্বে অন্যান্য শিশুদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন।

পাঠদান প্রক্রিয়া

শিক্ষক নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গাইডেড রিডিং এর ক্লাস পরিচালনা করবেন।

- শিশুরা নিজ নিজ দলে বসবে। প্রত্যেকের কাছে একই বইয়ের একটি করে কপি/ জোড়ায় জোড়ায় শিশুদের কাছে একই বইয়ের একটি করে কপি থাকবে। শিক্ষক একজন একজন করে শিশুকে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক যখন একজন শিশুকে পড়তে সহায়তা করবেন বাকি শিশুরা তখন একা একা অথবা জোড়ায় জোড়ায় পড়বে।
- শিশু যাতে ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে কিংবা কল্পনা করতে পারে এমন প্রশ্ন করবেন। যেমন- ছবিতে কী ঘটছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় কী ঘটতে পারে, এটা ঘটার কারণ কী? ইত্যাদি।
- পড়ার সময় শেখানো শব্দ/দেখেশেখা শব্দ শিশুকে বারবার দেখাবেন ও উচ্চারণ করাবেন।
- শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি (অক্ষর) ভেঙে ও একত্রিত করে চর্চা করাবেন। যেমন - অ পু = অপু, দা দা = দাদা।
- শেখানো শব্দ, দেখেশেখা শব্দগুলো শব্দকার্ড ব্যবহার করে পড়াবেন।
- শিক্ষক সহায়িকা অনুকরণ করে পাঠদান করাবেন।

শেয়ারড রাইটিং

করণীয়

- বড়দলে শেয়ারড রাইটিং শ্রেণি পরিচালনা করা হবে।
- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠদান করাবেন।
- শিশুদের মান উপযোগী শব্দ ও বাক্য লিখবেন ও প্রয়োজনে ছবি আঁকবেন।
- লেখায় শেখানো শব্দ ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন। লেখার সময় শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি ভেঙে উচ্চারণ করবেন।
- লেখার সময় লেখা শেখানোর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করবেন। যেমন- বাম থেকে ডানে লেখা, বর্ণের কোথায় শুরু হবে কোথায় শেষ হবে, মাত্রার ব্যবহার, বিভিন্ন কারচিহ্নের সঠিক স্থান (বর্ণের বামে, ডানে, নিচে) ইত্যাদি।

পাঠদান প্রক্রিয়া

- প্রথমে শিশুরা বড় দলে বসবে।
- লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিশুদের বলবেন।
- বিষয় সম্পর্কে প্রাসংগিক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সহায়িকায় উলিণ্ঢখিত গল্পটি শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
- এবার শিশুদের সঙ্গে লেখার বিষয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনা করার সময় শেখানো শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন। এরপর আলোচিত বিষয়ের উপর ছবি আঁকবেন ও লিখবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের মান অনুযায়ী শব্দ বা সহজ ছোট ছোট বাক্য লিখবেন। শেখানো শব্দগুলো ধ্বনি ভেঙে উচ্চারণ করবেন।
- সবশেষে শিশুদের নিয়ে বোর্ডের লেখা পড়বেন।

গাইডেড রাইটিং

করণীয়

- গাইডেড রাইটিং সেশনে শিশুরা নিজে নিজে লিখবে।
- শেয়ারড রাইটিং-এ যে বিষয়ের উপর লেখা হয়েছিল গাইডেড রাইটিং-এ ঐ একই বিষয়েই শিশুরা নিজে নিজে লিখবে।
- প্রতিটি গাইডেড রাইটিং সেশনে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিশুদের লেখায় সরাসরি সহায়তা করবেন। বাকিরা তাদের নিজ নিজ কাজ করবে।
- শেয়ারড রাইটিং এ শিক্ষক যে সব শেখানো শব্দ, কিংবা সহজ শব্দ দিয়ে বাক্য লিখেছিলেন শিশুরা সেই সব শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবে।
- লেখা শেখানোর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে লিখতে শিশুকে সহায়তা করবেন।
- শিশুরা প্রথমে ছবি আঁকবে ও পরে লিখবে এবং প্রয়োজনে রং করবে।
- শিক্ষক দলের প্রতিটি শিশুকে তার মান অনুযায়ী সহায়তা করবেন।

পাঠদান প্রক্রিয়া

- শিশুরা নিজ নিজ দলে বসবে। লেভেল -১ এর ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণির অর্ধেক শিশুকে লিখতে সরাসরি সহায়তা করবেন। আবার লেভেল -২ এর ক্ষেত্রে শ্রেণির ৭/৮ জন শিশুকে শিক্ষক লিখতে সরাসরি সহায়তা করবেন। বাকি শিশুরা নিজেদের মতো করে লিখবে।
- শব্দ দিয়ে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে বলবেন। অর্থাৎ বোর্ডে লেখা শব্দগুলো শিশুরা নিজেদের মত কীভাবে ব্যবহার করতে পারে তা চর্চা করাবেন।
- লেখার সময় বোর্ডের শব্দ কিংবা বাক্য তারা ব্যবহার করবে।
- শিক্ষক একজন একজন করে দলের সকল শিশুকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। শিশুদের খাতায় কয়েকটি শব্দ কিংবা বাক্য লিখে দেবেন। প্রয়োজনে তাদের লেখা সংশোধন করে দেবেন।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান : গণিত

করণীয়

- প্রথমে সক্রিয় গণিত শিখন প্রাক সংখ্যা ধারণা বই এর খেলাগুলো চর্চা করাবেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সবগুলো খেলা চর্চা করানোর পর সেই বিষয়ের যে কোনো একটি খেলা আবারো শিশুদের খেলতে দেবেন এবং দলীয় মূল্যায়ন করবেন। শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করে একে একে প্রতিটি দলকে মূল্যায়ন করবেন। দলীয় মূল্যায়নে অধিকাংশ শিশুর অর্জিত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট চিহ্ন বসাবেন।
- পরবর্তীতে সংখ্যা ধারণা-১ বই থেকে পর্যায়ক্রমে গণিত খেলা চর্চা করাবেন।
- পাঠ উপস্থাপনের সময় খেলার উদ্দেশ্য প্রথমে ব্যাখ্যা করবেন। পরে শিশুদের কয়েকজনকে নিয়ে খেলাটি চর্চা করবেন।
- দুই বা তিনজন শিশুকে খেলাটি পুনরায় খেলতে দেবেন।
- এরপর শিশুরা দলে গিয়ে নিজেরা খেলাটি চর্চা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে খেলা কিছুটা পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে। যেমন- সংখ্যার পরিবর্তন বা উপকরণ পরিবর্তন ইত্যাদি।
- শিশুদের ওয়ার্কবুক ও শ্রেণির কাজের খাতায় গণিত চর্চা করাবেন।
- সংখ্যা ধারণা-১ বইয়ের গণিত কর্ম পরিকল্পনা পত্র অনুযায়ী খেলা নির্বাচন করবেন।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান : পরিবেশ বিজ্ঞান

করণীয়

- পাঠদানের সময় সহায়িকায় বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন। পাঠ্য বিষয়ের উপর উন্মুক্ত প্রশ্ন করার মাধ্যমে সকল শিশুকে ঐ বিষয়ে চিন্ড়া করার সুযোগ প্রদান করবেন। (যেমন- কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন না করে সকলকে একই প্রশ্ন করবেন)।
- শিশুর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। অর্থাৎ পরিবেশ বিজ্ঞানের যে বিষয়টি পাঠদান করবেন সেটি সম্পর্কে শিশুর পূর্বের ধারণা কী তা প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
- বিষয় সম্পর্কে অর্জিত ধারণা, শিশুর আঁকা ছবি এবং লেখা অন্যান্যের সাথে আলোচনা করার সুযোগ দেবেন।
- ব্যবহারিক পাঠগুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।
- শিশুরা পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে যাতে ছবি আঁকতে পারে শিক্ষক তা খেয়াল রাখবেন। শিশুরা প্রয়োজনে রং পেন্সিল ব্যবহার করতে পারে।
- ভ্রমণ বা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের সময় শিশুদের ঐ বিষয়ের উপর বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন এবং শিশুদেরকেও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।
- কোনো বিষয় শ্রেণিকক্ষে আলোচনার সময় বাস্ড়ব উপকরণ বা বাস্ড়ব উদাহরণের ব্যবহারকে প্রাধান্য দেবেন।
- বিষয়ের উপর আলোচনার সময় সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। (মাঝে মাঝে শিশুকে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবেন)।
- পাঠ্য বিষয়ের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিশুদেরকে ভ্রমণে নিয়ে যাবেন। ভ্রমণে গেলে শিশুর নিরাপত্তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

বিষয় ভিত্তিক পাঠদান : ইংরেজি

ইংরেজি একটি বিদেশী ভাষা। তাই এই ভাষা শেখার জন্য অনেক বেশি চর্চা প্রয়োজন। ইংরেজি ক্লাসে শিশুদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা ও তাদেরকে কথা বলতে উৎসাহিত করা দরকার। শিক্ষক শিশুদের ইংরেজি ভাষা অনুশীলনের সুযোগ দেয়ার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেবেন। যেমন, আদেশ - নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার করবেন (Sit- Down, Standup, Thank you, ইত্যাদি)। শ্রেনিকক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রাণি, ফল, রং ইত্যাদির ইংরেজি চার্ট টাঙিয়ে রাখবেন। এছাড়াও বিভিন্ন উপকরণের (যেমন- টেবিল, দরজা, বোর্ড, চেয়ার ইত্যাদি) গায়ে সেগুলোর নাম বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখে রাখতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করা ছাড়াও শিশুদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ওয়ার্কবুকে ইংরেজি বিষয় চর্চা করাবেন।

করণীয়

- পাঠদানের সময় শিশুদের সাথে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করবেন।
- ইংরেজি বর্ণগুলো লেখার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চর্চা করাবেন।
- পাঠ্যক্রমের বিষয় অনুযায়ী প্রতিদিন ২টি করে বর্ণ লেখা ও শব্দ (মৌখিক) চর্চা করাবেন।
- বিষয়ভিত্তিক সবগুলো পাঠ প্রতিদিন চর্চা করাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন একই কৌশল অবলম্বন না করে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন।
- ইংরেজি ছড়াগুলো সঠিক ধ্বনি উচ্চারণ করে, তাল- লয় ও অভিনয়ের মাধ্যমে চর্চা করাবেন।

বিষয়ভিত্তিক সহায়তার কৌশল

বিষয়	সহায়তা কৌশল
শোনা ও বলা	
সম্ভাষণ, আদেশ, নির্দেশ সূচক শব্দ। যেমন- Good morning, Good bye, Stand up, Sit down, Thank you, Welcome ইত্যাদি।	• শিক্ষক আদেশ, নির্দেশ, সম্ভাষণসূচক শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে প্রথমে নিজে করে দেখাবেন ও পরে শিশুদের দিয়ে চর্চা করাবেন। যেমন- শিক্ষক কোনো শিশুর হাতে ১টি জিনিস দিয়ে শিশুকে Thank you বলতে বলবেন ও নিজে Welcome বলবেন। • কোন প্রশ্ন করে দাঁড়াতে বললে Stand up, বসতে বললে Sit down বলবেন।
A-H পর্যন্ড় বর্ণ দিয়ে ১৬ টি শব্দ – Apple, Ant, Book, Bat, Chair, Cat, Duster, Dog, Egg, Eye, Foot, Fish, Goat, Glass, Hen, Head	• শিক্ষক এই শব্দগুলো চর্চা করাতে প্রকৃত বস্তু বা ছবির সহায়তা নেবেন।
What দ্বারা প্রশ্ন করা	• বস্তুগুলোর নাম জানতে What দ্বারা প্রশ্ন করবেন ও শিশুদের দিয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করাবেন। যেমন, একজন শিশু Apple এর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবে, What is this? অন্য একজন উত্তরে বলবে, Apple.
ছড়াঃ Lttle Star , Black Sheep, A Rhyme, Ding Dong Bell (শিক্ষক নির্দেশিকায় উলি- খিত)	• শিক্ষক সঠিক উচ্চারণে ও ছন্দে ইংরেজি ছড়া আবৃত্তি করবেন এবং শিশুরাও সাথে সাথে আবৃত্তি করবে। সম্মিলিত আলোচনা বা পাঠ যাচাইয়ের পর ইংরেজি ছড়া নিয়মিত চর্চা হবে।
পড়া ও লেখা	
A-H বড় হাতের বর্ণমালা ও a-h ছোট হাতের বর্ণমালা।	• A-H ও a-h বর্ণমালা শিক্ষক চার্ট থেকে বা বোর্ড থেকে সঠিক উচ্চারণে চর্চা করাবেন ও পড়াবেন। • বর্ণের উপর হাত ঘুরিয়ে লেখা চর্চা করাবেন। • বর্ণের কোথায় শুর ও কোথায় শেষ তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন ও চর্চা করাবেন। • বড় হাতের ও ছোট হাতের বর্ণমালা চর্চা শেষ হওয়ার পর, বড় হাতের বর্ণমালা ও ছোট হাতের বর্ণমালা পাশাপাশি রেখে বর্ণ চিনতে সহায়তা করবেন। • এলোমেলো বর্ণ থেকে বর্ণ চিনতে ও পড়তে সহায়তা করবেন। • ধারাবাহিকভাবে বর্ণ লিখতে সহায়তা করবেন। • ওয়ার্কবুকে ও শ্রেণির কাজের খাতায় বর্ণমালা, হাতের লেখা ইত্যাদি চর্চা করাবেন।

ইংরেজি পাঠ্যক্রম ও দিন বিভাজন

ক্রমিক নং	বিষয়	দিন
১	সম্ভাষণ : Good morning, Good bye বর্ণ: A – B শব্দ : Apple, Ball	৪
২	নির্দেশনা: Stand up, Sit down, বর্ণ: C – D শব্দ : Cat, Dog	৪
৩	সম্ভাষন:Thank you, Welcome বর্ণ: E – F শব্দ : Eye, Foot	৪
৪	ছড়া আবৃত্তি: Lttle Star বর্ণ: G – H শব্দ : Glass, Head	৪
৫	ছড়া আবৃত্তি: Black Sheep বর্ণ: a – b শব্দ : Apple, Ball,Ant, Bat	৪
৬	What দ্বারা প্রশ্ন করা বর্ণ: c – d শব্দ : Cat, Dog, Cow, Doll	৪
৭	ছড়া আবৃত্তি: A Rhyme বর্ণ: e – f শব্দ : Eye, Foot, Egg, Fish	৪
৮	ছড়া আবৃত্তি: Ding Dong Bell বর্ণ: G – H শব্দ : Glass, Head, Goat, Hen	৪

মূল্যায়ন কী ও কেন?

মূল্যায়ন হচ্ছে শিখন-শেখানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে শিশুরা কতটুকু দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা জানার কৌশল হচ্ছে মূল্যায়ন | তাই শিশুরা কাংখিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপণ করা ও নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য। এ জন্য পাঠ চলাকালে ও পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হল কি না তা শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। শিশুর জন্য পরবর্তী কাজ নির্ধারণ এবং কোনো শিশুকে কোথায়, কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিষয় মূল্যায়নের পূর্বে একদিনের একটি পুনরালোচনা করা যেতে পেরে।

- মূল্যায়নের সময় নিম্নলিখিত চিহ্নের সাহায্যে শিশুদের অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেমন,

  △ = মান - ৩ ∠ = মান - ২ / = মান -১

ব্যাখ্যা

- শিশু সম্পূর্ণ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে △ চিহ্ন দেবেন।
- শিশু কাজটি আংশিক করতে পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে ∠ চিহ্ন দেবেন।
- শিশু কাজটি করতে না পারলে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ঘরে / চিহ্ন দেবেন।
- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে শতকরা হার ও গ্রেড নির্ধারণ করবেন।
- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নির্দিষ্ট শিশুদের জন্য উপযোগী পদক্ষেপ নেবেন।
- কোনো শিশু নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে তা মন্ড়ব্যের কলামে সংক্ষেপে লিখে রাখবেন।
- মূল্যায়নের দিন অনুপস্থিত শিশু বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি এমন শিশুদেরকে ঐ বিষয়ের সেশনে এবং বাড়িতে নতুন বিষয়সহ পুরাতন বিষয় চর্চা করতে দেবেন।

গ্রেড

গ্রেড এ	৮৬%	-	১০০%
গ্রেড বি	৭৬%	-	৮৫%
গ্রেড সি	৬৬%	-	৭৫%
গ্রেড ডি	৫৬%	-	৬৫%
গ্রেড ই	৪৬%	-	৫৫%
গ্রেড এফ	৩৬%	-	৪৫%

বিষয় ভিত্তিক মূল্যায়ন

পড়া

করণীয়

- লেভেল ১ এর ক্ষেত্রে ৪নং ও ৭নং বই দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।
- লেভেল ২ এর ক্ষেত্রে প্রতি ৩টি বই পড়ানোর পর মূল্যায়নের নির্দিষ্ট বই দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।
- মূল্যায়নের দিন কোনো শেয়ারড রিডিং ক্লাস হবে না। শেয়ারড ও গাইডেড রিডিং- এর সম্পূর্ণ সময় নিয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে।
- একদিনে শ্রেণির অর্ধেক (১৫ জন) শিশুর মূল্যায়ন করা হবে। বাকীরা অন্যান্য রিডিং অ্যাকটিভিটি, শব্দের খেলা চর্চা করবে। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুর" করার পূর্বে শিশুদের কাজ বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রথমে শিশুদের মূল্যায়ন বইটি দেবেন। শিশুরা বইটির ছবি দেখবে ও পড়বে এবং গল্পটি বোঝার চেষ্টা করবে।
- এরপর শিক্ষক একে একে শিশুদের ডেকে আনবেন ও পড়ার নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে যাচাই করবেন।
- প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্ষেত্রে শিশুর অবস্থান নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন ।

লেখা

করণীয়

- লেভেল ১ এর ক্ষেত্রে ৪নং ও ৭নং বই এর লেখার বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করা হবে।
- লেভেল ২ এর ক্ষেত্রে প্রতি ৩টি বই পড়ানোর পর মূল্যায়নের নির্দিষ্ট বই এর লেখার বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করবেন।
- মূল্যায়নের দিন কোনো শেয়ারড রাইটিং ক্লাস হবে না। শেয়ারড ও গাইডেড রাইটিং- এর সম্পূর্ণ সময় নিয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথমে লেখার বিষয়টি সম্পর্কে শিশুদের শুধুমাত্র ধারণা দেবেন।
- সব শিশু একই বিষয়ের উপর লেখার কাজ করবে। শিক্ষক একদিনে শ্রেণির অর্ধেক (১৫ জন) শিশুর মূল্যায়ন করবেন। বাকি শিশুরা যথারীতি লেখার কাজ করবে।
- মূল্যায়ন করার সময় লেখার নির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে যাচাই করবেন।
- প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্ষেত্রে শিশুর অবস্থান নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন ।

গণিত

করণীয়

- প্রাকসংখ্যা ধারণা বই এর প্রতিটি বিষয় মূল্যায়নে একই দিনে সকল শিশুর দলীয় মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সবগুলো খেলা চর্চা করানোর পর সেই বিষয়ের যে কোনো একটি খেলা আবারো শিশুদের খেলতে দেবেন এবং দলীয় মূল্যায়ন করবেন। শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করে একে একে প্রতিটি দলকে মূল্যায়ন করবেন। দলীয় মূল্যায়নে অধিকাংশ শিশুর অর্জিত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট চিহ্ন বসাবেন।
- সংখ্যা ধারণা-১ বই এর প্রতিটি বিষয় মূল্যায়নে প্রতিটি মূল্যায়ন সেশনে দশ জন শিশুর মূল্যায়ন করবেন। বাকি শিশুরা যথারীতি তাদের কাজ করবে।
- মূল্যায়ন সপ্তাহে পরিকল্পনায় নতুন কাজ না রেখে পাঠ পুনারোলচনা করাবেন।

পরিবেশ বিজ্ঞান

করণীয়

- একটি পাঠের সবগুলো বিষয় শেষ হওয়ার পর ঐ পাঠের উপর মূল্যায়ন করবেন।
- একটি মূল্যায়ন সেশনে পনের জন শিশুকে মূল্যায়ন করবেন। বাকি শিশুরা যথারীতি তাদের কাজ করবে।
- মূল্যায়ন সপ্তাহে পরিকল্পনায় নতুন কাজ না রেখে পাঠ পুনারোলচনা করবেন।

ইংরেজি

করণীয়

- পাঠ্যক্রম অনুযায়ী একটি বিষয় শেষ হওয়ার পর ঐ বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করবেন।
- একটি মূল্যায়ন সেশনে পনের জন শিশুকে মূল্যায়ন করবেন। বাকিরা নিজ নিজ কাজ করবে।
- মূল্যায়ন সপ্তাহে পরিকল্পনায় নতুন কাজ না রেখে পাঠ পুনারোলচনা করবেন।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

পড়া

লেভেল-১	লেভেল-২
1.1চরিত্র চিনতে পারবে। 1.2ছবি দেখে সম্পূর্ণ গল্প নিজের ভাষায় বলতে পারবে। ১.৩ ববশ বলতে পারবে।	২.১ শব্দ (দেখেশেখা, পাঠে ব্যবহৃত) বলতে পারবে। ২.২ পরিচিত বর্ণ চিহ্নিত করতে ও পড়তে পারবে। ২.৩ কারচিহ্নযুক্ত বর্ণ পড়তে পারবে। ২.৪ ববশ পড়তে পারবে। ২.৫ ছবি দেখে সম্পূর্ণ গল্প নিজের ভাষায় বলতে পারবে।

লেখা

লেভেল-১	লেভেল- ২
1.১ শিশুর লেখা দেখতে আঁকাবাকা ছবির মত। ১.২ নিজের লেখা ও ছবি সম্পর্কে বলতে পারবে। ১.৩ শিশুর লেখায় পরিচিত বর্ণ থাকবে।	2.1চিনতে পারা যায় এমন আকৃতিতে কিছু বর্ণ লিখতে পারবে । ২.২ সহজে চিহ্নিত করতে পারে এমন কিছু বর্ণ লিখতে পারবে। ২.৩ দেখে দেখে ববশ লিখতে পারবে। ২.৪ কারচিহ্নযুক্ত বর্ণ লিখতে পারবে। ২.৫ নিজের লেখা সম্পর্কে বলতে পারবে।

মূল্যায়ন বইয়ের পাঠ্যক্রম

লেভেল	যে বইগুলো পড়ানোর পর মূল্যায়ন করা হবে	মূল্যায়ন বইয়ের নাম	ববশ/দেখেশেখা শব্দ/ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ	লেখার বিষয়
১	আমার ছবি, কোনটা পারি, নতুন জামা	বাবার মত	**ববশ :** বাবা, অপু, রিতা, মা, দাদা, দাদি	শিশু নিজের পছন্দ মতো গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
১	গল্প করি, রিতার কান ফোঁড়ানো	তেতুঁল বীচি	**ববশ :** দাদা, দাদি, অপু, কণা, রিতা, মা, বাবা, ছাগল	শিশু নিজের পছন্দ মতো গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
২	বাবা কই যান, দাদি, আমার স্কুল	কী মজা	**ববশ :** আমি, আমার, যাব, দাও, যাই, কই, না, জানি না, এই, নাও। **দেখেশেখা শব্দ:** এই তো, কী মজা ইশ। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** বই, খাতা, বল।	স্কুলের প্রথম দিন সম্পর্কে লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
২	কী দেখি, স্কুলের পথ, চল খেলি	চল গোসল করি	**ববশ :** চল, সবাই, খেলি, দেখি, ঐ যে, কী, আর, উপর, দিয়ে, এখন, তবে, কেমন। **দেখেশেখা শব্দ:** ধপাশ। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** দড়িলাফ, কানামাছি, গাছ, ফুল, খালের, গাছের, বেগুন, পথ, লুডু।	মজার কোনো ঘটনা নিয়ে গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
২	কী কিনি, বড় মাঝারি ছোট, লুকোচুরি	মেলা	**ববশ :** খুব, মজা, লেখা, খুঁজে, এটা, কে, এখানে, খেলবে, সবাইকে, পায়, খুঁজবে। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** মেলায়, বড়, মাঝারি, ছোট, ঘুড়ি, অপুর, কণার, চানাচুর, ঝোপ, চোখ, লুকোচুরি।	যে কোনো উৎসব নিয়ে গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
২	ব্যাঙাচি, ট্রেন দেখি, মাটির গাড়ি	ছবি আঁকা	**ববশ :** বলেন, এস, রাখে, তারা, কেউ, অবাক, কিছু, কাজ, বলে, শোনে, ধরে, ওড়ায়, থামে, দেয়, করি, তারপর, করল, রোজ, অনেক, আলাদা, দেখে, পর। **পাঠে ব্যবহৃত শব্দ:** অপুদের, টেলিভিশন, মোবাইল, ব্যাঙাচি, ট্রেন, লাইনের, বাঁশি, জিনিসগুলো, বানাল, শুকালো, গর্তে।	কোনো অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতা নিয়ে গল্প লিখবে। তবে আগের ৩টি বইয়ের আলোকে তাদের জানা ঘটনা বা বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

ধ্বনি চর্চা

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ধ্বনি। অগণিত ধ্বনির ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক রূপ যখন মানুষের কথায় প্রাণ পায় তখনই তা হয়ে উঠে ভাষা। ধ্বনির প্রতীক হলো বর্ণ। বর্ণ এবং এর উচ্চারণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ধ্বনি। ধ্বনি উচ্চারণের সঠিক নির্দেশনা শিশুকে সঠিকভাবে পড়তে সহায়তা করে। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ১১টি ও ৪০টি ব্যাঞ্জনবর্ণ রয়েছে। শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বর্ণের পাশাপাশি কারচিহ্ন, ফলাচিহ্ন ও যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর সঠিক ধ্বনিরূপ ও লেখ্যরূপ এবং গঠন ও তার বিভাজিতরূপ জানা বা শেখার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। এছাড়াও বর্ণের মাত্রা ও মাত্রাহীনতাও অনেক সময় উচ্চারণে ও অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে। সঠিকভাবে পঠনে এগুলোও জানা ও চর্চার প্রয়োজন আছে।

ধ্বনি চার্ট

বর্ণ	উচ্চারণ	আকার	-হ্রস্ব ইকার	-দীর্ঘ ঈকার	- হ্রস্ব উকার	-দীর্ঘ ঊকার	একার	ওকার	ঔকার	ঐকার	ঋকার	র-ফলা
ক	ক্	কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কো	কৌ	কৈ	কৃ	ক্র
খ	খ্	খা	খি	খী	খু	খূ	খে	খো	খৌ	খৈ	খৃ	খ্র
গ	গ্	গা	গি	গী	গু	গূ	গে	গো	গৌ	গৈ	গৃ	গ্র
ঘ	ঘ্	ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘে	ঘো	ঘৌ	ঘৈ	ঘৃ	ঘ্র

(অন্যান্য বর্ণ দিয়েও একই ধরনের চার্ট তৈরি করে শিশুদের চর্চা করাবেন)

বিস্তারিত গল্প

আমার ছবি

লেভেল -১, বই-১

অপু ছবি আঁকতে পারে। একদিন অপু দেখল দাদা-দাদি বিছানায় বসে গল্প করছেন। সে ঠিক করল দাদা-দাদির ছবি আঁকবে। খাটের পাশে ছবি আঁকার রং, কাগজ নিয়ে বসে গেল ছবি আঁকতে। সে দাদা-দাদি সহ তার ছবি আঁকল। অপু দাদা-দাদিকে তার আঁকা ছবি দেখাতে চায়। দাদা অপুর ছবি দেখে খুব খুশি হন, কিন্তু দাদি বিশ্বাস করতে চান না যে অপু ছবি আঁকতে পারে। দাদি যখন অপুর আঁকা ছবি দেখেন তখন খুব অবাক হয়ে যান।

কোনটা পারি

লেভেল -১, বই-২

একদিন রিতা দেখল দাদা-দাদি, বাবা-মা, কণা ও অপু সবাই নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ড়। দাদা-দাদি বসে গল্প করছেন। বাবা শাক তুলছেন, মা রান্না করছেন। কণা ও অপু পড়া লেখা করছে। রিতারও কাজ করতে ইচ্ছে করল। সে গেল রান্না ঘরে। মায়ের মতো গোল গোল রুটি বানানোর চেষ্ঠা করল, কিন্তু হলো না। আঁকাবাঁকা হয়ে গেল। তারপর সে গেল সবজি বাগানে। কিন্তু সে শাক তুলতে পারল না। তার মন খারাপ হলো। এরপর সে গেল কণা ও অপুর কাছে। সে অপুর মতো সুন্দর করে লিখার চেষ্টা করল। কিন্তু লিখতে পারল না। আবারও তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। চিন্ড়া করল সে কোন কাজটি সুন্দর করে করতে পারে। তার মনে হলো সে খুব ভালো নাচতে পারে যা বাড়ির আর কেউ পারে না। সে শাড়ি পরে নাচতে লাগল। বাড়ির সবাই যার যার কাজ ফেলে রিতার নাচ দেখতে এলেন।

নতুন জামা

লেভেল -১, বই-৩

একদিন অপু বাবার সাথে বাজারে যায়। তারা একটি কাপড়ের দোকানে গেল। দোকানে খুব সুন্দর সুন্দর কাপড়, শাড়ি, জামা ও শার্ট। অপুর একটি হলুদ রঙের শার্ট পছন্দ হলো। সে বাবাকে কিনে দিতে বলল। বাবা অপুকে শার্ট কিনে দিলেন। অপু দোকানেই নতুন শার্ট পরে ফেলল। বাবা মায়ের জন্যও একটি ছাপা শাড়ি কিনলেন। মা জানতেন না তার জন্যও শাড়ি কেনা হবে, তাই মা শাড়ি পেয়ে খুব অবাক হলেন।

বাবার মত

লেভেল -১, বই-৪

কণা তার বাবাকে খুব ভালোবাসে। সে বাবার মতো হতে চায়। বাবা বাজারে গেলে একদিন সে বাবার মতো সাজতে চাইল। সে অপু ও রিতাকে নিয়ে কেমন করে বাবার মতো সাজা যায় তা ঠিক করল। কণা বাবার মতো কাপড় পরল, গামছা কাঁধে দিল আর বাবার মতো গোঁফ বানানোর জন্য কচুরি পানা থেকে শেকড় নিয়ে গোঁফ বানালো। অপুও গোঁফ বানালো। এদিকে বাবা বাড়ি এলেন। বাবা কণার দিকে তাকাতে ওরা একটু ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল , বাবা খুব রাগ করেছেন। দাদা-দাদিও ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু আসলে বাবা রাগ করলেন না। তিনি কণার সাজ দেখে মজা পেলেন। কণাকে জড়িয়ে ধরলেন।

গল্প করি

লেভেল -১, বই-৫

কণা ও রিতা গল্প করতে খুব পছন্দ করে। একদিন বিকালে মা নকশীকাঁথা সেলাই করছিলেন। দাদি এসে মায়ের খাটে বসেন। মায়ের সেলাই দেখেন আর গল্প করেন। কণাও এসে বসে। মা কণার চুল বেঁধে দেন। কিছুক্ষণ পর রিতাও তার পুতুল হাতে খাটে এসে বসে। তারা সবাই মজা করে গল্প করছিলেন। হঠাৎ অপু ছাগলছানার তাড়া খেয়ে দৌড়ে এলো। অপু যেই খাটে উঠল, ছাগলছানাও সাথে সাথে লাফিয়ে খাটে উঠে পড়ল। অমনি খাটটির যে পাশে দাদি বসেছিলেন, সেই পাশ ভেঙে গেল। দাদি রিতাকে নিয়ে কাত হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল।

রিতার কান ফোঁড়ানো

লেভেল -১, বই-৬

আজ রিতার জীবনের স্মরণীয় দিন। সে আজ কানে দুল পরবে তাই খুব খুশি। সে বাড়ির সবার কাছে গিয়ে দুল পরিয়ে দেয়ার জন্য বলছে। কিন্তু সবাই খুব ব্যস্ড়। অপু বাবার সাথে রঙিন কাগজ দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে। মাও মজার মজার খাবার তৈরিতে ব্যস্ড়। কণা রিতাকে নতুন জামা পরিয়ে দিল। তাও সে খুশি না। সে কানে দুল পরতে চায়। রিতা জানে না এমনি এমনি কানে দুল পরা যায় না। সুঁই, সুতা লাগে। দাদি সুঁই-সুতা দিয়ে রিতার কান ফোঁড়াবেন এবং নতুন দুল পরিয়ে দিবেন। রিতাকে যখন দাদি কান ফুটো করে দিচ্ছিলেন সে খুব ব্যাথা পায়। কিন্তু কানে দুল পরার সাথে সাথে সে খুব খুশি হয়। বড়দের মতো সেও কানে দুল পরেছে।

তেঁতুল বিচি

লেভেল -১, বই-৭

তেঁতুল বিচি দিয়ে খেলা কণাদের খুব প্রিয়। ওদের অনেক তেঁতুল বিচি আছে। একবার কণারা নানার বাড়ি যাবে। বৃষ্টির দিন তাই খেলনা নষ্ট না হওয়ার জন্য মা খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখতে বললেন। কণা রিতার হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল গুছিয়ে রাখল। আর অপু তার বল এবং তেঁতুল বিচি গুছিয়ে রাখল। অপু তেঁতুল বিচিকে একটা নারিকেলের মালার মধ্যে রেখে বারান্দার এক কোনায় রেখে দিল। কণাদের নেয়ার জন্য রিক্সা এসে গেল। তারা নানা বাড়ি চলে গেল। এর কয়েকদিন পর কণারা ফিরে এলো। দাদা-দাদি ওদের পেয়ে খুব খুশি। এদিকে বারান্দার কোনায় তাকিয়ে অপু খুব অবাক হয়ে গেল। সে দেখল নারিকেলের মালায় ছোট ছোট চারা গজিয়েছে। কণা আর রিতাও অবাক হয়ে দেখল।

বাবা কই যান

লেভেল -২, বই-১

রিতা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বাবাকে বাড়িতে পায় না। একদিন খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙে। সে দেখে বাবা বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন। সে চুপি চুপি বাবার পিছু নেয়। সে ভাবল হয়তো বাবা পুকুরে যাচ্ছেন। কিন্তু না, বাবা পুকুর ফেলে আরো সামনে যাচ্ছেন। সে দেখল বাবা মসজিদেও ঢুকলেন না। সামনে বাজার । রিতা ভাবল হয়তো বাবা বাজারে যাবেন। কিন্তু না, বাবা আরো সামনে যাচ্ছেন। রিতা এরপর বাবাকে দেখতে পেল না। সে ভাবতে লাগল বাবা কোথায় যেতে পারেন। হঠাৎ দেখল বাবা ধান ক্ষেতে কাজ করছেন। এবার সে বুঝতে পারল বাবা প্রতিদিন কই যান।

দাদি

লেভেল -২, বই-২

অপুর দাদি অপুকে খুব ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে দাদি অপুর সাথে মজা করেন। একদিন বিকেলবেলা অপু বল খেলতে বাইরে যাবে। কিন্তু সে তার বল খুঁজে পাচ্ছিল না। খাটের নিচে সে বল রাখে, কিন্তু সেখানেও নেই। সে মা-বাবা সবার কাছে বল কোথায় জানতে চাইল। এদিকে দাদি জানেন বল কোথায়। তিনি বল লুকিয়ে অপুর সাথে মজা করছিলেন। অপু যখন দাদার কাছে বল চাইল, তখন দাদা বলের কথা জানেন না বললে, অপুর মন আবারও খারাপ হয়ে যায। তখনই দাদি অপুকে বল বের করে দেন। এতে অপু খুব খুশি হয়।

আমার স্কুল

লেভেল -২, বই-৩

রিতা এবছর প্রথম স্কুলে যাবে। কণা ও অপুকে বার বার বলছে সে আজ স্কুলে যাবে। মা তাই রিতাকে তৈরি করে দিচ্ছেন। মা আর অপুর সাথে সে স্কুলে যাবে। কিন্ড় রিতার খাতা - বই এসব কিছু নেই। অপুর খাতা, বই, পেন্সিল দেখে তার এগুলোর কথা মনে হয়। সে মাকে বই ও খাতার জন্য বলে। মা রিতার কথা শুনেন না, এতে রিতার মন খারাপ হয়। সে স্কুলে যেতে চায় না। তারপর মা জোর করে নিয়ে যান। কিন্তু স্কুলে যাবার পর আপার কাছ থেকে খাতা, বই, পেন্সিল পেয়ে সে খুব খুশি হয়ে যায়।

কী দেখি

লেভেল -২, বই-৪

আজ পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হবে। তাই রিতা ও তার সহপাঠিরা আপার সাথে ক্লাসের বাইরে যাচ্ছে। সবাই লাইন ধরে আপার পেছন পেছন যাচ্ছে। রিতারা কী কী দেখতে পাচ্ছে তা আপা জানতে চাচ্ছেন। ওরা সবজি বাগানে গেল, সেখানে অনেক বেগুন আর টমেটো দেখতে পেল। তারপর গেল পুকুর পাড়ে। সেখানে সুন্দর লাল শাপলা ফুটে আছে আর হাঁস সাতার কাটছে। তারপর তারা দেখল খুব সুন্দর সরিষা ক্ষেত। চারদিকে হলুদ রঙের ফুল। তারা ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ রিতা পিছলে ক্ষেতে পড়ে গেল। তার মাথায়, চুলে সরিষা ফুল আটকে গেল। সে আপাকে বলল, সে সরিষা ক্ষেত দেখছে।

স্কুলের পথ

লেভেল -২, বই-৫

অপু ও রিতা প্রতিদিন স্কুলে যায়। একদিন অপু ঠিক করল সে আজ অন্য পথ দিয়ে স্কুলে যাবে। রিতা সে পথ চিনে না। তাই সে অপুর কাছে জানতে চায় তারা কোথায় যাচ্ছে। অপু কিছু বলে না। তারা পুকুর পাড় দিয়ে বড় একটি বট গাছের নিচ দিয়ে যেতে থাকে। পথে যাবার সময় অপু খুব দুষ্টুমি করে। এতে রিতা খুব ভয় পায়। অপু বটের ঝুরি ধরে দুলতে থাকে, আবার পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে। পথে ছোট একটি সাঁকো পরে। রিতা খুব সাবধানে সাঁকো পার হয়। সাঁকো পার হতেই দেখে তার স্কুল। আর স্কুল দেখেই খুব খুশি হয়। সে বুঝতে পারে এই পথ দিয়েও স্কুলে আসা যায়।

চল খেলি

লেভেল -২, বই-৬

কণা ও অপু প্রতিদিন বন্ধুদের সাথে খেলে। কানামাছি, লুডু, দড়িলাফ আরো অনেক মজার মজার খেলা। রিতাও ওদের সাথে খেলে। একদিন কণা ও অপুর বন্ধুরা কণাদের বাড়িতে এলো। কণাকে সবাই খেলতে ডাকল। সে বাবার গামছা হাতে নিয়ে বন্ধুদের সাথে কানামাছি খেলতে চাইল। কিন্তু কেউ রাজি হলো না। অপু না করল। কণার বন্ধু দড়িলাফ খেলতে চাইল, কিন্তু তাতেও কেউ রাজি হলো না। অল্প অল্প বৃষ্টি শুর" হলো। অপু লুডু খেলতে সবাইকে ডাকল, কিন্তু কেউ রাজি হলো না। এদিকে বৃষ্টি শুর" হয়ে গেল। কণা সবাইকে খেলতে ডাকল। এবার সবাই বৃষ্টিতে ভিজে খেলতে রাজি হয়ে গেল। সবাই খুব মজা করল। রিতাও ছাতা নিয়ে খেলায় যোগ দিল।

কী কিনি

লেভেল -২, বই-৭

কণাদের বাড়ির পাশে মেলা বসেছে। একদিন মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কণা ও অপু মেলায় গেল। তারা দেখল নানা জিনিস নিয়ে দোকানীরা বসে আছে। কণা চুড়ি কিনতে চাইল কিন্তু অপু রাজি হলো না। সে দেখল এক চশমাওয়ালা নানা রঙের চশমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চশমা কিনতে চাইল। দু একটা চশমা চোখে দিয়েও দেখল। কণা রাজি হলো না। সে দেখল রং বেরঙের পোশাক পরা এক চানাচুর ওয়ালা। সে চানাচুর কিনতে চাইল। কিন্তু অপু রাজি হলো না। সে লাল লাল মরিচ দেখে ভীষন ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ ওরা দেখল হাওয়াইমিঠাই নিয়ে এক দোকানী বসে আছে। দুজনেই সেটা কিনতে রাজি হলো।

বড় মাঝারি ছোট

লেভেল -২, বই-৮

একদিন কণা, অপু আর রিতা মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে গেল। তারা নতুন জামা বের করল পরার জন্য। কণা, অপু আর রিতাকে বলল, তার জামা বড়। অপু বলল, তার জামা মাঝারি। রিতাও বলল, তার জামা ছোট। তারা মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে গেল। কণা নিয়ে গেল একটা বড় ঘুড়ি। অপুরটা ছিল মাঝারি আর রিতারটা ছোট। তারা খুব মজা করে ঘুড়ি ওড়ানো শেষ করে বাড়ি ফিরল। মা ওদেরকে খেতে দিলেন। কণার থালা ছিল বড়। অপুরটা ছিল মাঝারি আর রিতারটা ছোট। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা লেখাপড়া করতে বসল। পাশেই ওদের দাদা দাদি বসে পান খাচ্ছিলেন। কণা আর অপু খাতায় লিখছিল। রিতাও তার শেণ্টট নিয়ে লিখতে বসল। সে দেখল কণার লেখা ছোট, অপুর লেখা মাঝারি আর তার লেখা সবচেয়ে বড়। সে খুশি হয়ে তার বড় করে লেখা 'অ' সবাইকে দেখাল।

লুকোচুরি

লেভেল -২, বই-৯

একদিন কণা আর অপু বন্ধুদের নিয়ে ঠিক করল তারা লুকোচুরি খেলবে। রিতাও তার বন্ধুকে নিয়ে আসল। ঠিক হলো সবাই লুকাবে আর অপু সবাইকে খুঁজে বের করবে। সবাই যখন ঝোপের আড়ালে লুকায়, অপু তখন গাছের আড়ালে তাদেরকে খুঁজে। আবার সবাই যখন গাছের আড়ালে লুকায়, অপু তখন ঝোপের আড়ালে তাদেরকে খুঁজে। সবাই খুব মজা পায়। সবশেষে অপু সবাইকে খুঁজে পায়।

ব্যাঙাচি

লেভেল -২, বই-১০

অপুর বাবা প্রায়ই মাছ ধরতে নদীতে যান। একদিন ছোট বড় অনেক মাছ ধরে আনলেন। অপু দেখল মাছগুলোর মধ্যে অনেক ছোট ছোট পোনা আছে। সে ঠিক করল এগুলোকে গর্তে রাখবে। সে প্রতিদিন মাছগুলোকে দেখে। তার বন্ধুদেরকেও দেখায়। তারা দেখল কিছু পোনা দেখতে একটু আলাদা। পোনাগুলো অন্য মাছের পোনার মতো না। এগুলোর গায়ে ছোট ছোট পায়ের মতো আছে। তারা বুঝতে পারলো এই পোনাগুলো আসলে ব্যাঙাচি।

ট্রেন দেখি

লেভেল -২, বই-১১

স্কুল বন্ধ থাকলে অপু খুব মজা করে। সে বন্ধুদের নিয়ে মাছ ধরতে খালে যায়। খালের পাড়ে রেল লাইন। সেখানেও তারা বসে। তারা ট্রেনের আসা যাওয়া দেখেও মজা পায়। একদিন তারা খালে মাছ ধরা শেষ করে রেল লাইনের ধারে গেল। হঠাৎ দেখল একটা বড় গাছ, রেল লাইনের উপর পড়ে আছে। তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। তারা ট্রেনের বাঁশি শুনল। দূরে ট্রেন আসতে দেখল। তারা ঠিক করল ট্রেনটা থামাতে হবে। নয়ত অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। সবাই যার যার জামা খুলে উড়াতে লাগল। ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। অনেকে মিলে গাছটি রেল লাইনের উপর থেকে সরিয়ে ফেললে, ট্রেনটি চলে গেল। অপুদের এই সাহস দেখে গ্রামবাসী ওদের খুব প্রশংসা করল।

মাটির গাড়ি

লেভেল-২, বই-১২

অপুদের পরীক্ষা শেষ। তাও তারা স্কুলে যায়। সবাই মিলে খেলাধূলা করে। একদিন আপা ওদেরকে মাটি দিয়ে ইচ্ছে মতো জিনিস তৈরি করতে বললেন। তারা ছোট দলে মাটি দিয়ে আম, টেলিভিশন, পুতুল এমনকি মোবাইলও বানাল। আপাও তাদেরকে সাহায্য করলেন। অপু একা মাটি দিয়ে জিনিস বানাল। সে অন্য জিনিস বানাল। তারপর জিনিসগুলোকে সবাই রোদে শুকাল, রঙ করল। কাজ শেষে সবাই তাদের জিনিসগুলো আপাকে দেখাল। অপুও তার জিনিস নিয়ে এলো। সে একটা সুন্দর রংচঙে মাটির গাড়ি নিয়ে এসে সবাইকে দেখাল। সবাই ওর মাটির গাড়ি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

শব্দের খেলা

বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে জানা যায়, পাঁচ বছরের শিশুদের ধ্বনি সম্পর্কে সচেতনতা তাদের পড়ার দক্ষতা বাড়ায়। বিভিন্ন ছড়া, কবিতা, গল্পবলা, গান, নাটক, খেলাধূলা ইত্যাদি শিশুদের বিভিন্ন বর্ণ, শব্দ এগুলোর ধ্বনির সাথে পরিচয় ঘটায়। শিশুদের শব্দ-ভান্ডারের সমৃদ্ধি ঘটে। এছাড়াও বর্ণমালাচার্ট থেকে বর্ণ ধারাবাহিকভাবে চর্চা, ধ্বনিচার্ট থেকে ধ্বনি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের লেখা (নিজের নাম, জিনিসপত্রের নাম, গল্পের চরিত্রের নাম, ছবির নাম) ইত্যাদি যদি শিশু নিয়মিত দেখা ও বলার সুযোগ পায় তা হলে তাদের পড়ায় দক্ষতা বাড়ে।

করণীয়

- বছরের শুরুতে শব্দের খেলার পাশাপাশি বর্ণমালাচার্ট থেকে বর্ণ ধারাবাহিকভাবে চর্চা, ধ্বনিচার্ট থেকে ধ্বনি চর্চা করাতে হবে।
- খেলায় প্রতিযোগিতা থাকতে হবে।
- 'শব্দের খেলা' তালিকা থেকে শিশুর মান উপযোগী শব্দের খেলা চর্চা করাতে হবে।
- পরিচিত বর্ণ, কারচিহ্ন দিয়ে নতুন শব্দ **'শব্দের খেলায়'** চর্চা করাতে হবে।
- খেলার উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- খেলার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

জিগসো

উদ্দেশ্য: - বিভিন্ন চরিত্রের বা বিষয়ের ছবি মিলাতে পারবে।
- ছবির আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হবে।

উপকরণ: শব্দকার্ড (চরিত্রের ছবি বা বিভিন্ন ছবি) (প্রতিটি কার্ড দুই, তিন অথবা চার টুকরা করা)

প্রক্রিয়া:

- প্রতিটি দলে এক সেট শেখানো শব্দের জিগসোকার্ড দেবেন।
- দু'জন শিশু নির্দিষ্ট শব্দ কার্ডের টুকরোগুলো একত্র করবে এবং মিলাবে।
- মিলানো শেষ হলে ঐ টুকরাগুলো অন্য একটি নতুন জোড়ার নিকট দিয়ে দেবে এবং অন্য একটি জিগসো মিলাবে। এভাবে সকল শব্দকার্ডের টুকরাগুলো শিশুরা মিলাবে।

মেলানো -১

উদ্দেশ্য: -ছবি চিনতে পারবে।

উপকরণ: গল্পের চরিত্রের বা বিভিন্ন ছবির একাধিক কার্ড।

প্রক্রিয়া

- প্রতিটি দলে দুই সেট কার্ড দেবেন।
- একজন শিশু নির্দিষ্ট একটি কার্ড সবার সামনে তুলে ধরবে বাকিরা একই রকম আরেকটি কার্ড খুঁজে বের করবে।
- কার্ডগুলো একত্র করবে এবং মিলাবে।
- মিলানো শেষ হলে অন্য একটি শিশু কার্ড তুলবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

মেলানো -২

উদ্দেশ্য: -শব্দ চিনতে পারবে।
-শব্দের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হবে।

উপকরণ: শেখানো শব্দ বা চরিত্রের নাম লেখা একাধিক কার্ড।

প্রক্রিয়া

- প্রতিটি দলে দুই সেট কার্ড দেবেন।
- একজন শিশু নির্দিষ্ট একটি কার্ড সবার সামনে তুলে ধরবে বাকিরা একই রকম আরেকটি কার্ড খুঁজে বের করবে।
- কার্ডগুলো একত্র করবে এবং মিলাবে।
- মিলানো শেষ হলে অন্য একটি শিশু কার্ড তুলবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

ভিন্নতা

শিক্ষক বিভিন্ন ছবির নামসহ ছবিকার্ড দিয়ে অনুরূপভাবে খেলা চর্চা করাতে পারেন।

বর্ণ চেনা (লেভেল -১, ২)

উদ্দেশ্য : বর্ণ চিনতে ও ধ্বনি উচ্চারণ করে বলতে ও পড়তে পারবে।

ক	খ

প্রক্রিয়া:

- বোর্ডের দুপাশে দুটি বর্ণ লিখবেন।
- এবার তিনি যে কোনো ১টি বর্ণ উচ্চারণ করবেন। যেমন 'ক'
- বোর্ডের যেদিকে **ক** বর্ণটি রয়েছে শিশুরা সেদিকে সরবে এবং সকল শিশু **ক** বর্ণটি উচ্চারণ করবে।
- একইভাবে অন্য বর্ণ **খ** চর্চা করাবেন ও শিশুরা স্থান বদলাবে।
- মাঝে মাঝে একই বর্ণ বার বার বলবেন ও নিশ্চিত হবেন যে শিশুরা সঠিকভাবে কাজ করছে, না কি একে অপরের দেখা দেখি কাজ করছে।
- কিছুক্ষণ চর্চা করার পর নতুন বর্ণ বোর্ডে লিখবেন ও একইভাবে চর্চা করাবেন।

ভিন্নতা

- শব্দের ধ্বনি ভেঙ্গে বোর্ডে লিখে অনুরূপভাবে খেলাটি চর্চা করাতে পারেন।

বর্ণ ও কার চিহ্ন চেনা (লেভেল- ১, ২)

উদ্দেশ্য : বর্ণ ও কারচিহ্ন চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

প্রক্রিয়া:

দ	অ	প	ু

- বোর্ডে ৩/৪ টি বর্ণ ও কারচিহ্ন ফাঁক ফাঁক করে লিখবেন।
- একজন শিশু বোর্ডের সামনে আসবে এবং একটি বর্ণের সামনে দাঁড়াবে।
- যে শিশুরা ঐ বর্ণটি চিনে তারা হাত তুলবে।
- বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো শিশু ঐ শিশুদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তর বলতে বলবে। যদি শিশুটি সঠিকভাবে ধ্বনিটি বলতে পারে তবে সে এবার যে কোনো বর্ণের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং একইভাবে অন্যরা বলার চেষ্টা করবে।

চিঠি বিলি (লেভেল-২, ৩)

উদ্দেশ্য : বর্ণ ও শব্দ চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন চরিত্রের ছবিকার্ড/বর্ণকার্ড/শব্দকার্ড (২/৩ সেট)।

প্রক্রিয়া:

- শিশুরা গোল হয়ে বসবে।
- তাদের সামনে ছবিকার্ড/ বর্ণকার্ড/ শব্দকার্ড স্তুপাকারে উল্টিয়ে রাখবেন।
- বোর্ডে বা দেয়ালে ঐ ছবিকার্ড/ বর্ণকার্ড / শব্দকার্ড একটি করে টাঙানো থাকবে।
- শিশুরা একে একে একটি করে কার্ড তুলবে এবং বোর্ডে বা দেয়ালে টাঙানো ঐ ছবিকার্ড/ বর্ণকার্ড/ শব্দকার্ডের সাথে মিলিয়ে সবাইকে বলবে ও সেখানে রেখে আসবে।
- যে আগে তার কার্ড মিলাতে পারবে সে জয়ী হবে।

বল ছোঁড়া

উদ্দেশ্য : বর্ণ ও শব্দ চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন বর্ণকার্ড/শব্দকার্ড ১ সেট ও একটি বল।

প্রক্রিয়া:

- শিশুরা প্রথমে গোল হয়ে দাঁড়াবে।
- আপনি বিভিন্ন বর্ণকার্ড / শব্দকার্ড হাতে রাখবেন।
- নির্দিষ্ট একটি শিশুর দিকে বল ছুঁড়ে মারবেন এবং একটি কার্ড তুলে ধরবেন।
- শিশুটি কার্ড দেখবে ও কার্ডে লেখা বর্ণ / শব্দ বলবে ।
- শিশুটি না পারলে পরবর্তী শিশু ঐ কার্ডে লেখা বর্ণ / শব্দ বলবে।
- এভাবে আপনি এককেজন শিশুর কাছে বল ছুঁড়ে মারবেন এবং শিশুদের কার্ডে লেখা বর্ণ / শব্দ বলতে বলবেন।

স্ন্যাপ গেইম (লেভেল- ১, ২)

উদ্দেশ্য : বর্ণ ও শব্দ চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন চরিত্রের ছবিকার্ড/ বর্ণকার্ড /শব্দকার্ড ৫সেট।

প্রক্রিয়া

- শিশুরা গোল হয়ে বসবে। আপনি শিশুদের সামনে কার্ডগুলি স্তূপাকারে উল্টিয়ে রাখবেন।
- একজন শিশু কার্ডের স্তূপ থেকে দুটি কার্ড নেবে এবং সবার সামনে রাখবে।
- যদি কার্ড দুটি মিলে যায় তবে শিশুটি স্ন্যাপ বলবে ও কার্ড দুটি পেয়ে যাবে। না মিললে সে কার্ড দুটি রেখে দেবে।
- এরপর পরবর্তী শিশু দুটি কার্ড তুলবে।
- এভাবে শিশুরা একে একে দুটি করে কার্ড তুলবে ও মিলাবে।
- যতক্ষণ পর্যন্ড় না স্তূপের কার্ড শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ খেলা চলতে থাকবে।
- খেলা শেষে যার কাছে বেশী পরিমাণে কার্ড থাকবে সে জয়ী হবে।

ধ্বনি খেলা (লেভেল- ২)

উদ্দেশ্য : বর্ণ চিনতে পারবে এবং ধ্বনি উচ্চারণ করে বলতে ও পড়তে পারবে।

প্রক্রিয়া

- বোর্ডে পরিচিত কয়েকটি বর্ণ লিখবেন। (যেমন আ, ক, ল, ব ইত্যাদি) এবং শিশুদের দিয়ে বার বার তা উচ্চারণ করাবেন।
- এবার বোর্ডে কিছু ছবি আঁকবেন অথবা ছবিকার্ড বোর্ডে লাগিয়ে রাখবেন। (যেমন : আম, আপেল, আতা, কলা, লেবু, বই)।
- আপনি প্রতিটি ছবি নির্দেশ করবেন এবং শিশুরা ছবিগুলোর নাম বলবে।
- কয়েকজন শিশুকে সামনে আনবেন এবং যে ছবিগুলোর নাম "আ" দিয়ে শুর" সেগুলো চিহ্নিত করতে বলবেন।
- খেলাটি বিভিন্ন শিশুদের দিয়ে চর্চা করাবেন।
- কতগুলো ছবির নাম "আ" দিয়ে শুর" শিশুরা তা গণণা করবে।

ধ্বনি চর্চা - (লেভেল- ২)

উদ্দেশ্য : ধ্বনি উচ্চারণে সচেতনতা বাড়বে।

: একই ধ্বনির নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবে এবং উচ্চারণ দক্ষতা বাড়বে।

: ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারবে।

উপকরণ : শব্দকার্ড, ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া :

- প্রথমে বোর্ডে একটি শব্দ লিখবেন (যেমন - দাদা/ দাদি/ শাপলা) এবং শব্দটি স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে বলবেন।
- এবার শব্দের প্রতিটি অক্ষর যা দিয়ে শব্দটি তৈরী (দা দা) আঙুল নির্দেশ করে ধীরে ধীরে বলুন এবং তারপর সম্পূর্ণ শব্দটি বলুন। যেমন- দা দা = দাদা
- লক্ষ করুন শিশুরা প্রথম অক্ষর পৃথকভাবে শুনতে পারছে কি না। যেমন- দা।
- কয়েকজন শিশুকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করুন এবং নিশ্চিত হোন যে তারা প্রথম অক্ষর শুনতে পেরেছে। যদি তারা সঠিকভাবে বুঝতে না পারে তবে আবারো শব্দটির প্রথম অক্ষর (দা) উচ্চারণে জোড় দিন এবং আবারো যাচাই করুন শিশুরা তা বুঝতে পারছে কি না।

অক্ষর ভেঙ্গে হাত-তালি (লেভেল-১, ২)

উদ্দেশ্য : শব্দের আকৃতি চিনতে ও ধ্বনি উচ্চারণ করে অক্ষর ভেঙে পড়তে পারবে।
: ধ্বনি উচ্চারণে সচেতনতা বাড়বে।

উপকরণ : শব্দকার্ড, ছবিকার্ড

প্রক্রিয়া:

- যে কোনো একটি শব্দ (রিতা) বলবেন এবং ছবিকার্ডটি ও শব্দকার্ডটি শিশুদের দেখাবেন।
- শিশুরাও শব্দটি বলবে।
- পরবর্তীতে আপনি ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে অক্ষর ভেঙে-ভেঙে পড়বেন এবং হাততালি দেবেন। যেমন: রি (হাততালি) তা (হাততালি)।
- শিশুরাও আপনার সাথে বলবে এবং চর্চা করবে।
- আরো কয়েকটি দুই অক্ষরযুক্ত শব্দ দিয়ে খেলাটি চর্চা করাবেন। (শ্রেণিকক্ষের চারপাশে আছে এমন শব্দ নেয়া যেতে পারে। যেমন - টেবিল (টে বিল), পাতা (পা তা), শাপলা (শাপ্ লা), হলুদ (হ লুদ) ইত্যাদি।
- শিশুরা তাদের নামগুলোও এভাবে চর্চা করতে পারে।

না বলা অক্ষর (লেভেল- ১, ২)

উদ্দেশ্য : ধ্বনি শুনে চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।
: ধ্বনি উচ্চারণে সচেতনতা বাড়বে।

উপকরণ : শব্দকার্ড

প্রক্রিয়া:

- আপনি যে কোনো একটি শব্দ (রিতা) বলবেন।
- এরপর শব্দটির প্রথম অক্ষর / ধ্বনি "রি" বলবেন।
- শিশুরা শব্দটির না বলা অক্ষর "তা" বলবে। (তারা সম্পূর্ণ শব্দটি বলবে না, শুধুমাত্র বাদপড়া অক্ষর "তা" বলবে)।
- শিশুরা এভাবে কিছুক্ষণ চর্চা করবে।
- পরবর্তীতে উল্টোভাবে চর্চা করাবেন। আপনি শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর 'তা' বলবেন এবং শিশুরা প্রথম অক্ষর "রি" বলবে।
- আরো অন্যান্য শব্দ দিয়েও খেলাটি চর্চা করাবেন। যেমন: অপু, কণা, টেবিল, শাপলা, খাতা।

বর্ণ ও কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি (লেভেল- ২)

উদ্দেশ্য : বর্ণ ও কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি করতে ও পড়তে পারবে।

প্রক্রিয়া:

- চলতি সপ্তাহে যে ধ্বনিগুলো চর্চা হয়েছে সেগুলো বোর্ডে লিখবেন (পূর্বে চর্চা করা হয়েছে এমন ধ্বনি) ।

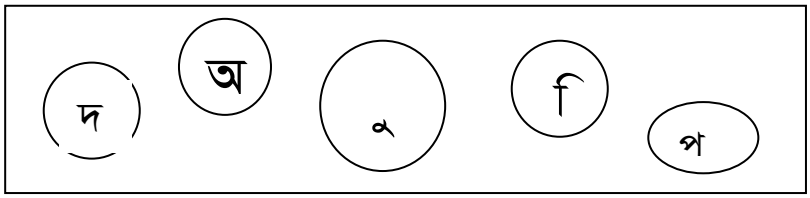

- শিশুদের বোর্ডে লেখা বর্ণ ও কারচিহ্ন দিয়ে একটি শব্দ তৈরী করতে বলবেন। যেমন- দিপু
- তিনি শিশুদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করার সুযোগ দেবেন।
- কিছুক্ষণ পর শিশু তার সাথীকে নিয়ে বোর্ডের সামনে আসবে এবং একটি শব্দ তৈরী করতে যে যে বর্ণ ও কারচিহ্ন প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে গোলচিহ্ন ( ) দেবে ○
- কাজটি করার সময় প্রতিটি ধ্বনি উচ্চারণ করতে বলবেন এবং ধ্বনিগুলো মিলিয়ে সম্পূর্ণ শব্দ তৈরী করতে বলবেন।
- কোনো শিশু ভুল করলেও তাকে চেষ্টা করতে দেবেন।
- সঠিক উত্তরটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- একইভাবে শিশুদের দিয়ে আরো অন্যান্য শব্দ তৈরি চর্চা করাবেন।

বর্ণ খুঁজি

উদ্দেশ্য : ধ্বনি শুনে বর্ণ চিনতে পারবে।

উপকরণ : বর্ণকার্ড, শব্দকার্ড, ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া :

- চারটি পৃথক কাগজে বড় করে ৪টি বর্ণ (আ, দ, ব, র) লিখে চারজন শিশুকে ক্লাসের চার কোণায় দাঁড় করাবেন।
- শিশুদের দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণ উচ্চারণ করাবেন।
- এবার আপনি যে কোনো একটি শব্দ (দাদা) বলবেন বা ছবিকার্ড দেখাবেন (যার প্রথম বর্ণটি কাগজে লেখা ৪টি বর্ণের যে কোনো একটি)।
- ক্লাসের অন্যান্য শিশুরা ঐ শব্দটির প্রথম বর্ণ চারটি শিশুর মধ্যে যার কাছে আছে তাকে চিহ্নিত করবে।
- ক্লাসের বাইরে গিয়েও শিশুরা খেলাটি খেলতে পারে। এতে যে শিশুটির কাছে সঠিক বর্ণটি আছে অন্যান্য শিশুরা শুধুমাত্র তাকে চিহ্নিত না করে তার কাছে যেতে পারবে।

খেলা : অদল -বদল

উদ্দেশ্য : ধ্বনি, শব্দ চিনতে, বলতে ও পড়তে পারবে।

উপকরণ : বাস্তব উপকরণ (যেমন: আম, আতা, আপেল, কলম, বই, পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি) / ছবিকার্ড।

প্রক্রিয়া:

- শিশুরা গোল হয়ে বসবে।
- আপনি প্রত্যেকটি শিশুকে একটি করে পরিচিত বস্তু বা ছবি দেবেন ও যে কোনো বস্তু বা ছবির নামের প্রথম ধ্বনি (যেমন-আ) বলবেন।।
- এরপর জোরে বলবেন **অদল -বদল**।
- যেসব শিশুর কাছে (আ) ধ্বনিযুক্ত বস্তু/ছবি রয়েছে তারা উঠে দাঁড়াবে এবং জায়গা পরিবর্তন করবে (একজন অপরজনের জায়গায় আসবে)। পরে সব শিশু একত্রে ধ্বনিটি উচ্চারণ করবে।

ভিন্নতা:

- ধ্বনি বলার পরিবর্তে একটি কাগজে বর্ণটি লিখে তা শিশুদের দেখাতে পারেন।
- আঙুল দিয়ে বাতাসে বর্ণটি লিখে দেখাতে পারেন।
- দুটো একই ধ্বনির বর্ণ বা শব্দ বলেও খেলাটি আরো আনন্দময় করা যেতে পারে।

সৃজনশীল কাজ

খেলাধূলা, শরীর চর্চা, গান, নাচ, অভিনয় আবৃত্তি ইত্যাদি সৃজনশীল কাজ। সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার পাঠ্য বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠে। স্কুল সমূহে ইনডোর এবং আউটডোর গেইম উভয়ই শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। খেলাধূলা, নাচ, গান, আবৃত্তি ও অভিনয় করার মাধমে শিশুর জড়তা দূর করে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সহনশীলতা বাড়ে, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়, শিশু মনে কল্পনা জাগ্রত ও প্রসারিত হয় এবং সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে । এর ফলে শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক এবং আবেগীয় বিকাশ ঘটে। শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিত হয়। প্রতিটি খেলার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা শিক্ষক সচেতনভাবে অর্জন করবেন। উদ্দেশ্যহীন খেলা চর্চা শিশুর জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

বিনোদনের সময় অথবা বড় দলে শিক্ষক শিশুদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাহিরে সৃজনশীল কাজ করাবেন। যেমন- ফিশিং গেইম, বর্ণের চাকতি (ইংরেজি শব্দের তালিকা) এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা ইত্যাদি।

মিলানো লুডু (Shape race)

উদ্দেশ্য : খেলার মাধ্যমে আকৃতি চিনবে।

উপকরণ : Shape বোর্ড (আকৃতি : ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত এলোমেলোভাবে সাজানো)।

- ছক্কা (আকৃতি আঁকা-ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত)।
- বড় বোতাম (বিভিন্ন রংএর)।
- আর্ট পেপার বা শক্ত কাগজ (বোর্ড তৈরির জন্য)।

প্রক্রিয়া:

শিশুরা ৫ জন করে ২দলে খেলাটি চর্চা করবে। যে আকৃতির মধ্যে Start/ শুর লেখা, সেই আকৃতি থেকে খেলা শুর হবে। শিশুরা হাত দিয়ে ছক্কাটি মারবে। ছক্কায় যে আকৃতি উঠবে বোর্ডের সেই আকৃতির ঘরে গুটি চাল দেবে। এভাবে যে আগে End/শেষ লেখা ঘরে পৌঁছাতে পারবে সে জয়ী হবে।

শিশু : ১০ জন।

বি:দ্র: শিক্ষক একইভাবে লেভেল অনুযায়ী বর্ণ/ সংখ্যা/ ইংরেজি ছোট বা বড় হাতের বর্ণ দিয়ে বোর্ড তৈরি করে খেলা চর্চা করাতে পারবেন।

মালা গেথে আকৃতি তৈরি

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন আকৃতি/ বর্ণ/ নকশা তৈরি করতে পারবে। বিভিন্ন রং সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

উপকরণ: - বিভিন্ন রংয়ের কাঠের বা বাঁশের বিডস্।

- জুতার ফিতা বা চিকন পাটের দড়ি।

প্রক্রিয়া:

১৫ জন শিশু ৩ দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন রং মিলিয়ে মালা তৈরি করবে এবং এই মালা দিয়ে আকৃতি বা বর্ণ বা তাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো নকশা তৈরি করবে।

জুতার ফিতা বা চিকন পাটের দড়ির মধ্যে বিভিন্ন রং-এর বিডস্ গুলি ঢুকিয়ে মালা তৈরি করবে এবং এই মালা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণ বা আকৃতি বা যে কোনো নকশা তৈরি করবে।

শিশু : ১৫জন (৩ দলে)

ছবির ধাঁধাঁ

উদ্দেশ্য: - চিন্ড়া শক্তির বিকাশ হবে।

- বিভিন্ন ছবি / বর্ণ ইত্যাদি চিনতে ও নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : পাজলকার্ড (বর্ণের / ছবির)

প্রক্রিয়া

৫ জন করে ২ দলে ভাগ হয়ে শিশুরা এই খেলাটি চর্চা করতে পারে। কার্ডটি জিগজ্যাগ আকারে কাটা থাকবে। শিশুরা দলীয়ভাবে পাজল কার্ডগুলি মিলিয়ে ছবি তৈরি করবে। শিশুর লেভেল অনুযায়ী কার্ডের একদিকে বর্ণ ও অন্যদিকে ছবি দিয়ে অনুরূপভাবে চর্চা করাতে পারেন।

শিশু:- ১০ জন (২ দলে)

বোর্ডের ছবি/ শব্দ মিলানো

উদ্দেশ্য: বিভিন্ন ছবি/শব্দ চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : হার্ডবোর্ড, ছবির কার্ড (ছোট/বড় ছবির কার্ড, ১টি/অনেক), শব্দকার্ড, স্কচটেপ, দড়ি (ছবির সাথে ছবি বা ছবির সাথে বর্ণ মিলানোর জন্য)

প্রক্রিয়া

শিশুরা ৫ জন করে ২ দলে ভাগ হয়ে ১০ জন শিশু দুইটি বোর্ডে ছবির সাথে ছবি বা ছবির সাথে শব্দ দড়ি দিয়ে মিলাবে। বোর্ডের এক দিকে ছবির কার্ড স্কচটেপ দিয়ে লাগাবেন। শিশুরা দড়ি দিয়ে একপাশের ছবির সাথে অন্যপাশের ছবি মিলাবে। যেমন- একদিকের ছোট মাছের ছবির সাথে অন্যপাশে যেখানে বড় মাছের ছবি আছে সেখানে দড়ি দিয়ে দুই দিকে মাছের ছবি মিলাবে।

শিশু : ১০ জন (২ দলে)

টেনগ্রাম

উদ্দেশ্য: -ডাইস দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করতে পারবে।

-চিন্ড়া শক্তির বিকাশ হবে।

উপকরণ : ৭টি কাঠের ডাইস (বিভিন্ন আকৃতি)।

প্রক্রিয়া

শিশুরা ৫ জন করে ২ দলে ভাগ হয়ে ১০ জন শিশু এই খেলাটি চর্চা করবে। বিভিন্ন ডাইস দিয়ে শিশুরা দলীয়ভাবে বিভিন্ন আকৃতি (যেমন- পাখি, মানুষ, খরগোশ ইত্যাদি) তৈরি করবে। এছাড়া শিশুরা এগুলো ছাড়াও তারা ইচ্ছে মতো যে কোনো আকৃতি তৈরি করতে পারবে।

শিশু : ১০ জন (২ দলে)

বিল্ডিং ব্লক

উদ্দেশ্য : চিন্তা শক্তির বিকাশ হবে।

উপকরণ : বিল্ডিং ব্লক সেট

প্রক্রিয়া:

৬ জন করে ২ দল এই খেলাটি খেলতে পারবে। শিশুরা বিভিন্ন রংয়ের বণ্টক দিয়ে তাদের ইচ্ছা মতো বিভিন্ন আকৃতি বা নকশা তৈরি করবে।

শিশু : ১২জন (২ দলে)

নিশানা চর্চা

উদ্দেশ্য : -Gross motor practice

-পেশী সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে।

উপকরণ : - দড়ি (সুতলী) চাকতি বানানোর জন্য।

- ঘরের কাগজ (পুরাতন)।
- প্লাস্টিকের বোতল।

প্রক্রিয়া:

শ্রেণিকক্ষে অথবা বারান্দায় পানি ভরা প্লাষ্টিকের বোতল রেখে একটু দূরে সীমানা নির্ধারণ করবে। এরপর সীমানার এক পাশ থেকে শিশুরা ঐ বস্তুকে লক্ষ্য করে চাকতি ছুঁড়ে মারবে। যে যত বার লক্ষ্য বস্তুতে চাকতি লাগাতে পারবে, তার তত পয়েন্ট বাড়বে। এছাড়া মেঝেতে চক দিয়ে গোল দাগ টেনে তা লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেও এই খেলা চর্চা করতে পারবে।

শিশু : ১২ জন।

সঠিক স্থানে ছুঁড়ে মারি

উদ্দেশ্য : ছবি/ শব্দ/ বর্ণ ইত্যাদি চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : - ছোট ছোট নুড়ি পাথর (ছোট বালিশের মধ্যে দেয়ার জন্য)।

- সুতির কাপড়- ১২ গিরা (ছোট বালিশ তেরির জন্য)।
- সুঁই ও সুতা।
- ছবিকার্ড/বর্ণকার্ড/সংখ্যাকার্ড।

প্রক্রিয়া:

বারান্দায় অথবা মাঠে ছবির কার্ডগুলি বিছিয়ে রেখে একটু দূরে সীমানা নির্ধারণ করবে। এরপর সীমানার একপাশ থেকে একজন শিশু ছোট বালিশ ছুঁড়বে নির্দিষ্ট কার্ডে। ঐ শিশু কোন কার্ডে বালিশ ছুঁড়বে তা অন্য শিশুরা নির্দিষ্ট করে দেবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই খেলাটি খেলবে।

শিশুদের লেভেল অনুযায়ী ছবির কার্ড/বর্ণকার্ড/সংখ্যাকার্ড/শব্দকার্ড তৈরি করে খেলাটি চর্চা করাতে পারবেন।

শিশু : ১২ জন

চিন্তা করে লাফ দেই

উদ্দেশ্য : -চিন্তা শক্তির বিকাশ হবে।

-ছবি/ সংখ্যা/ বর্ণের নাম চিনতে ও বলতে পারবে।

উপকরণ : ছবির কার্ড (বিভিন্ন আকৃতি/ছোট বড় বিভিন্ন কার্ড), বিভিন্ন ফোঁটা দেয়া কার্ড, বর্ণকার্ড, সংখ্যাকার্ড।

প্রক্রিয়া:

শ্রেণিকক্ষে অথবা বারান্দায় ২ সারিতে কার্ডগুলি বিছানো হবে। সংখ্যা বা ছোট বড় ছবির কার্ডগুলি পাশাপাশি বা পরপর না সাজিয়ে এলোমেলোভাবে ২ সারিতে সাজিয়ে দেবেন।

শিশুরা নির্দিষ্ট করে ১টি ছবির কার্ডের নাম বলবে এবং ১জন শিশু প্রতিটি কার্ডে লাফ দিয়ে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট কার্ডে যাবে। এরপর শিশুরা অন্য কার্ডগুলি নির্দিষ্ট করে ঐ শিশুকে বলবে এবং ঐ শিশু ঐ নির্দিষ্ট কার্ড গুলিতেও লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিশু ৩/৪ বার অনুরূপভাবে খেলাটি চর্চা করবে।

শিশুর লেভেল অনুযায়ী সংখ্যাকার্ড, বর্ণকার্ড (বাংলা ও ইংরেজি), জোড়-বিজোড়, বিভিন্ন ফোঁটা দেয়া কার্ড দিয়ে শিশুদের চর্চা করাতে পারেন।

শিশু : ২৫ জন

ভিন্নতা: শিক্ষক ২/৩ ধরনের কার্ড দিয়ে ২ দলে শিশুদের ভাগ করে দিয়ে এই খেলা চর্চা করাতে পারেন।

আয়নাতে সম্পূর্ণ ছবি দেখি

উদ্দেশ্য: - আয়নায় সম্পূর্ণ ছবি দেখে জিনিসের নাম বলতে পারবে।

- জিনিসটির কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: অ্যাকটিভিটি কার্ড, আয়না।

প্রক্রিয়া:

অ্যাকটিভিটি কার্ডে প্রতিটি জিনিসের অর্ধেক ছবি আছে। একজন শিশু যে কোনো একটি জিনিসের পাশে আয়না বসিয়ে দেখবে এবং ছবির নাম ও রং বলবে। এরপর জিনিসটির ব্যবহার অর্থাৎ এটি কী কাজে লাগে সে সম্পর্কে একটি বাক্য বলবে। একজন শিশু একটি ছবি সম্পর্কে বলার পর অপরজন সুযোগ পাবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

পানি ও বালির কর্ণার

উদ্দেশ্য: - বিজ্ঞানও গণিতের বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করতে পারবে।

- পরিমাপের ধারণা, যৌক্তিকতা ও বিশেণ্টষণ দক্ষতা বাড়বে।
- শিশুদের শিখন ও খেলার প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করবে।

উপকরণ: বড় প- াস্টিক গামলা ২টি, বিভিন্ন আকৃতির ছোট কাপ, চামচ, কাঠি (স্থানীয় উপকরণ), ছোট - বড়- মাঝারি আকৃতির কিছু পণ্ঢাস্টিক বোতল (স্থানীয় উপকরণ), নিচে ছিদ্র করা কিছু পণ্ঢাস্টিক কন্টেইনার (স্থানীয় উপকরণ)।

প্রক্রিয়া:

শিশুরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে নির্দিষ্ট কর্ণারে খেলবে। একটি গামলায় বালি ও আরেকটি গামলায় পানি থাকবে। শিশুরা পানি ও বালি দিয়ে ইচ্ছে মতো খেলবে ও পরিমাপ করবে। বালির মধ্যে কাঠি, কাপ ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির নকশা তৈরি করবে। তারা কী করছে, কেন করছে, আরও কী কী করা যাবে ইত্যাদি পরস্পর মত বিনিময় করবে। খেলার সময় বালি ও পানি দিয়ে শিশুরা যাতে ছোড়াছুড়ি না করে সে সম্বন্ধে শিশুদের শুর"তেই বলে দেবেন।

মানসাঙ্ক বিষয়ে কয়েকটি খেলা

মাথায় হাত রাখা

উদ্দেশ্য : - মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

- মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া:

শিশুদেরকে ধারাবাহিকভাবে ১-১০ পর্যন্ড় গুণতে বলবেন। প্রথম শিশু ১ বলবে, দ্বিতীয় শিশু ২ বলবে। এভাবে প্রত্যেক শিশু পরবর্তী সংখ্যা বলবে। যে শিশু ১০ বলবে সে মুখে না বলে মাথায় দুই হাত রাখবে। এর পরের শিশু আবার ১ থেকে শুর^ করবে। যদি কোনো শিশু ভুল করে মাথায় হাত না রেখে ১০ বলে তবে সে বাদ পড়বে ।

mvqgb e‡j

উদ্দেশ্য : -মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

-মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বুঝতে পারবে।

প্রক্রিয়া:

শিক্ষক শিশুদেরকে বলবেন যে, সায়মন বলে ১, বললে শিশুরা হাত উপরে তুলবে, সায়মন বলে ২, বললে শিশুরা হাততালি দেবে এবং সায়মন বলে ৩, বললে শিশু নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর অভিনয় করবে। আবার **'সায়মন বলে'** না বলে শুধু ১ বললে যদি কোনো শিশু হাত উপরে তুলে তবে সে খেলা থেকে বাদ পড়বে।

wUcUc

উদ্দেশ্য: -মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

-সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে ।

প্রক্রিয়া:

শিশুদের গোল করে দাঁড় করাবেন। প্রত্যেক শিশুকে দুই হাত মেলে ধরতে বলবেন। এবার প্রত্যেকের ডান হাতের তালু অপর জনের বাম হাতের তালুর উপর রাখবে। এরপর প্রথম শিশু ১ বলবে, দ্বিতীয় শিশু ২ বলবে। এভাবে প্রত্যেক শিশু পরবর্তী সংখ্যা বলবে। যে শিশু ১০ বলবে সে শিশুটি ডান হাতের তালু দিয়ে অপর শিশুর বাম হাতের তালুতে স্পর্শ করবে। যদি সে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে দলে থাকবে আর যাকে স্পর্শ করেছে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। আর স্পর্শ করতে না পারলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

সেভেন আপ

উদ্দেশ্য: -সতর্ক হওয়ার দক্ষতা বাড়বে।

-মনোযোগ সহকারে সংখ্যা শুনবে ও বলবে।

প্রক্রিয়া:

শিশুদেরকে গোল করে দাঁড় করাবেন। শিশুদেরকে বলবেন যে, আজ আমরা একটি খেলা খেলব, খেলাটির নাম হচ্ছে **'সেভেন আপ'**। শিশুরা ১-৭ পর্যন্ড় সংখ্যা গুণবে। প্রথম শিশু বুকের মধ্যে ডান বা বাম হাত রেখে ১ বলবে। যদি শিশু ডান হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর বাম পাশের শিশু ২ বলবে। আর যদি বাম হাত রেখে ১ বলে তাহলে ঐ শিশুর

ডান পাশের শিশু ২ বলবে। যদি পাশের শিশু সংখ্যা বলতে না পারে তাহলে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ৭ পর্যন্ড় শিশুরা সংখ্যা বলবে। যে শিশু ৭ বলবে সে মাথায় একটি হাত এবং বুকে অন্য হাত রাখবে। সে বুকের মধ্যে যে হাত রাখবে ঐ হাতের আঙুল যেদিক নির্দেশ করবে সে দিকের অপর শিশু পুনরায় ১ বলবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

উল্টো করে গণনা

উদ্দেশ্য: মনে রাখার দক্ষতা বাড়বে বা স্মৃতি শক্তি বাড়বে।

প্রক্রিয়া:

শিক্ষক বলবেন যে, আজ আমরা ১-২০ পর্যন্ড় সংখ্যাগুলো উল্টো করে গণনা করব। যখন কোনো একজন শিশু ২০ বলবে, পরেরজন তার আগের সংখ্যা ১৯ বলবে। এর পরেরজন ১৮ বলবে। এভাবে ২০-১ পর্যন্ড় সংখ্যাগুলো বলবে। যে শিশু কোনো সংখ্যা বলতে ভুল করবে সে দল থেকে আউট হয়ে যাবে। সবশেষে যে টিকে থাকবে সে জয়ী হবে।

গল্প বলা

শোনা ও বলা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। একজন বললে অন্যজন তা শুনে বুঝতে পারে। শিশুমন গল্প শুনতে ভালবাসে। মা, দাদা-দাদি, নানা-নানিদের বলা মজার মজার গল্প শুনে শিশুমন আজও আনন্দ পায়। এসব গল্পের মধ্যে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প থেকে শুরু করে কল্প কাহিনীমূলক গল্প রয়েছে। গল্প বলার ঢং সাধারণ কথা বলার মত নয়। এ সময় স্বরভঙ্গি বা বক্তব্যের ওঠানামা করতে হয়। গল্পকে মজাদার করার জন্য প্রয়োজনে অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করলে শিশুরা শুনে আগ্রহ পায় এবং তাদের মনে অনুরাগের সৃষ্টি হয়।

গল্প বলা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচচারণে চলিত রীতিতে উপস্থাপন করা ভালো। শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সুযোগ থাকে। গল্প সহজ সাবলীলভাবে উপস্থাপন করলে শিশুমন সহজেই উপভোগ করতে পারে ও বিষয় বস্তুর সাথে শিশুর মনোসংযোগ ঘটে । শ্রেণিকক্ষে গল্প বলা বড়দলে হবে।

নীতিমালা

- গল্পের নাম বলা ও গল্পের নাম থেকে গল্প সম্পর্কে শিশুর ধারণা জেনে নেয়া।
- গল্পের বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনে তাদের চারিত্রিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করা। যেমন-গল্পে যদি বিড়াল ডেকে থাকে তবে বিড়ালের মতো স্বর (মিউ-মিউ) করে ডাকলে শিশুরা আনন্দ পায়।
- গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- গল্পের একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি থাকা।
- কোনো নীতিবাক্য বা উপদেশ থাকলে তা বলা।
- অজানা বা কঠিন শব্দের শিশু উপযোগী ব্যাখ্যা করা। যেমন, শিশুরা হয়তো বাঘ দেখেনি। এ ক্ষেত্রে বাঘের ছবি দেখিয়ে অথবা বাঘের সাথে মিল আছে এমন বস্তুর (বিড়ালের) উদাহরণ দেয়া।
- গল্পবলা শেষ হলে গল্পটি কেমন লেগেছে তা জানা। যেমন- ঘটনা (কী, কোথায়), চরিত্র (কে, কেমন), কারণ (কী, কখন) ইত্যাদি সংক্ষেপে জানতে চাওয়া যাতে শিশুদের বোধগম্যতা নিশ্চিত হয়।
- গল্পে বা ঘটনায় আবহ সৃষ্টি করা। যেমন- আনন্দদায়ক কোনো মুহূর্ত হলে শিক্ষক যে রকম উচ্ছাস প্রকাশ করবেন, তেমনি ভয়ের ক্ষেত্রে চোখ-মুখে তেমন ভাব প্রকাশ করবেন।

ব্রেইন জীম

(১) এদিক ওদিক

মস্তিষ্কের বাম থেকে ডানে ও ডান থেকে বামে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে উভয় অংশের সমন্বয় সাধন করে এ ব্যায়াম। বানান, লেখা, শোনা, বলা, পড়া এবং বিষয়বস্তু বুঝার জন্য এই ব্যায়ামটি কার্যকর। এটা শরীরের বাম ও ডানের সুষ্ঠু সমন্বয় করে।

দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাঁটুতে ডান হাত এবং ডান হাঁটুতে বাম হাত দিয়ে ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করতে হবে। এভাবে ১৫-২০ বার করতে হবে। একইভাবে কনুই দিয়েও হাঁটুকে স্পর্শ করা যায়। এছাড়াও হাত দিয়ে বিপরীত দিকের পায়ের পাতা স্পর্শ করা যেতে পারে।

(২) হাত ঘুরানো

পড়া, দ্রুত পড়া, লেখা, হাত ও চোখের সংযোগ ইত্যাদিকে সহায়তা করে।

মুখ বরাবর একটি হাত সামনে বাড়াতে হবে। এবার বুড়ো আঙুলকে সোজা খাড়াভাবে রেখে বাতাসে উলেণ্টখিত চিত্রের মত (∞) করে ঘুরাতে হবে। ঘাড় সোজা রেখে বুড়ো আঙুল যে দিকে ঘুরাবে সেই বরাবর তাকিয়ে থাকতে হবে। হাত, বাহু, মাংশপেশীর জন্য আরামদায়ক ও সঠিক দৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৩) কান খাড়া

কানের উপর থেকে লতি পর্যন্ত আঙুল দিয়ে খুব আস্তে আস্তে কান টানতে হবে। কানের ভাঁজ করা অংশকে খুলে দিতে হবে। কয়েকবার এ ব্যায়ামটি করতে হবে। সঠিক বানান, সতর্কতা, স্মৃতিশক্তি, শোনার দক্ষতা, বিমূর্ত চিন্তা করার দক্ষতা বাড়াতে এ ব্যায়াম সাহায্য করে।

ছড়া ও কবিতা

ছড়া ও কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য

ছড়া ও কবিতা শিখনের প্রাথমিক কয়েকটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. শিশুদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো।
২. ছড়া/ কবিতার ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর কল্পনা ও আগ্রহের বিকাশ সাধন করা।
৩. ছড়া/ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কথা বলার অনুশীলন ও উচ্চারণ অনুশীলন করতে শিশুদেরকে সাহায্য করা।
৪. শিশুদের নিজের মনোভাব ছড়া/ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা।

পাঠদানের প্রক্রিয়া

শ্রেণিকক্ষে ছড়া/কবিতা পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

১. ছড়া/ কবিতা ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক ছবি দেখাবেন এবং ছড়া/ কবিতায় উলি- খিত বিষয়-বস্তুগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

২. শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দ অনুসরণ করে শিশুদের ছড়া/ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি বা অভিনয় করে দেখাবেন। শিশুদের নিয়ে ছড়া/ কবিতাটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন।

৩. শিশুদেরও অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া/ কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন, শিশুরা কবিতার ছন্দ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কি না।

ছড়া ও কবিতা

বাংলা

ঐ দেখা যায় তাল গাছ ঐ আমার গাঁ ঐ খানেতে বাস করে কানা বগীর ছা। ও বগী তুই খাস কি? পান্ড়াভাত চাস কি? পান্ড়া আমি চাই না পুঁটি মাছ পাই না। একটা যদি পাই, অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।	কুকুর বাজায় টুমটুমি বানর বাজায় ঢোল, টুনটুনিতে টুনটুনালো ইঁদুর বাজায় খোল। সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি চেয়ে দেখরে খুকুমনি।
এলের পাত বেলের পাত কলিম জোলার তিনটি তাঁত। একটি তাঁতে ঠকর ঠক, অন্য দুটি বকর বক। কাপড় বোনে নিত্যি রাত এলের পাত বেলের পাত কলিম জোলার তিনটি তাঁত।	আয়রে পাখি দোয়েল, কোয়েল আয়রে চড়াই কাক, খাবার হাতে ডাকছে খোকা আয়রে পাখির ঝাক। জল দিয়েছে, ফল দিয়েছে, বলছে দুহাত জুড়ে- খাবার খাবি, কলকলাবি, তার পরে যাস্, উড়ে।
বেলের পাত হিজল ফুল খুকুর কানে সোনার দুল। সোনার দুলে চুমকি আঁকা খুকুমণির চাউনি বাঁকা। তালের আঁটি কলার মোচা, খুকুমণির নাকটি বোঁচা। লম্বা চুলে গোলাপফুল খুকুর মুখে মিষ্টি কুল।	আম পাতা জোড়া-জোড়া খোকন চড়ে টাট্টু ঘোড়া টাট্টু ঘোড়ার চাট্টি পা ওই দেখা যায় কাজল গাঁ। কাজল গাঁটি অনেক দূর পথের মাঝে সমুদ্দুর খোকন ঘোড়ায় চড়ে না টাট্টু ঘোড়া নড়ে না।
খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে ছিপ নিয়ে গেলো কোলা ব্যাঙ মাছ নিয়ে গেলো চিলে।	ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। ধান নাই পান নাই এবার হবে কি, আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ এতো ডাকি মাসি পিসি কয় না কথা বউ। বউ চেয়েছে টিকলি-খাড়ু আর চেয়েছে মল সকাল থেকে খায়নি কিছু ঝরছে চোখের জল। আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম নিলো চোরে, গোস্মা করে বউ পালালো উনিশ তারিখ ভোরে।	লম্বা ঠুঁটো মাছ রাঙাটি খুঁজছে জলে মাছ ঘাসের বুকে রঙ ধরেছে– ফঁড়িং নাচে ঐ খোকন বাবু রাগ করেছে– দুখ খাবে না আজ, চোখের জলে বন্যা এল জল থৈ - থৈ - থৈ।
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে? হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।	খোকা যাবে বিয়ে করতে সঙ্গে যাবে কে? ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস খাট নাই, পালং নাই, চোখ পেতে বস। বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও খুকুর চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।	হাটটি মাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিং তারা হাটটি মাটিম টিম।
ধানের আঁটি কাজল মাটি, বসতে দিলাম শীতল পাটি, শীতলপাটি নকশি আঁকা, বুবুর হাতে তালের পাখা। তালের পাখা দখনে বাও, আমার বাড়ি কুসুমগাঁও।	দোল দোল দোল কিসের এত গোল খোকা যাবে বিয়ে করতে সাথে ছ'শ ঢোল। কুচকুচে কালো কাক ডাকে খালি খালি, খোকনের চোখে দেবো কাজলের কালি। ছোট পাখি আনো দেখি রঙ মাখা ফুল, তাই দিয়ে খোকনের বেঁধে দেবো চুল। সারসের ঠোঁট-ভরা মধু আনা চাই টিয়া পাখি, বাটি ভরে দুধ দিয়ো ভাই।
উদ বিড়ালে খুদ খায় চালে নাচে ফিঙে পুঁটি মাছে গীত গায় মাগুর বাজায় শিঙে।	

ইংরেজি

Pussy Cat Pussy cat, pussy cat, where have you been? I've been to London to look at the Queen. Pussy cat, pussy cat, what did you do there? I frightened a little mouse under the chair.	**পুসি ক্যাট** পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট, হয়ার হেভ ইউ বিন? আইভ বিন টু লন্ডন টু লুক এট দ্যা কুইন পুসি ক্যাট, পুসি ক্যাট, হয়াট ডিড ইউ ডু দেয়ার? আই ফ্রাইটেন্ড অ্যা লিট্‌ল মাউস আন্ডার দ্যা চেয়ার।
Baa Baa Black Sheep Baa baa black sheep, Have you any wool? Yes sir, yes sir, Three bags full. One for my master, One for my dame, And one for the little boy, Who lives down the lane.	**বা বা ব্ল্যাক শীপ** বা বা ব্ল্যাক শীপ, হ্যাভ ইউ এ্যানি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রী ব্যাগস ফুল। ওয়ান ফর মাই মাস্টার, ওয়ান ফর মাই ডেইম, এন্ড ওয়ান ফর দ্যা লিট্‌ল বয়, হু লিভস ডাউন দ্যা লেইন।
Ding Dong Bell Ding dong bell Pussy's in the well Who put her in? Little johnny green. Who pulled her out? Little tommoy Stout.	**ডিং ডং বেল** ডিং ডং বেল পুসি'স ইন দ্য ওয়েল হু পুট হার ইন? লিটিল জনি গ্রীণ হু পুলড হার আউট? লিটিল টমী স্টাউট।
Solomon Grundy Solomon Grundy, Born on Monday. Named on Tuesday. Married on Wednesday. Feel ill on Thursday. Worse on Friday. Died on Saturday. Buried on Sunday. And that was the end of Solomon Grundy.	**সলোমন গ্রানডি** সলোমন গ্রানডি বরন্ অন মানডে নেইমড অন টুইসডে মেরিড অন ওয়েড্‌নেসডে ফেল ইল অন থার্সডে অরস্ অন ফ্রাইডে ডাইড অন সেটারডে বারিড অন সানডে এ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য এ্যান্ড অব সলোমোন গ্রানডি।
Little Star Twinkle winkle little star How I wonder what you are. Up above the world so high Like a diamond in the sky.	**লিটল স্টার** টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট্‌ল স্টার হাও আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর। আপ এবাভ দ্যা ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্যা স্কাই।

Colours Red, red, A Rose is red. Blue, blue, The sky is blue, Green, green, A leaf is green. Black, black, My hair is black. Yellow, yellow, A banana is yellow.	**কালারস** রেড, রেড, অ্যা রোজ ইজ রেড। ব্লু, ব্লু, দ্যা স্কাই ইজ ব্লু । গ্রিণ, গ্রিণ, অ্যা লীফ ইজ গ্রিণ। ব্ল্যাক, ব্ল্যাক, মাই হেয়ার ইজ ব্ল্যাক। ইয়েলো, ইয়েলো, অ্যা বানানা ইজ ইয়েলো।
One Two Three Hop, hop, hop, One, two, three. Turn around and Jump with me. Clap, clap, clap, One, two, three, Turn around and Play with me.	**ওয়ান টু থ্রী** হপ হপ হপ ওয়ান টু থ্রী টার্ন এরাউন্ড এন্ড জাম্প উইথ মি ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ ওয়ান টু থ্রী টার্ন এরাউন্ড এন্ড পেণ্ট উইথ মি।
A Rhyme One two three four five, Once I caught a fish alive, Six seven eight nine ten, Then I let it go again.	**এ রাইম** ওয়ান টু থ্রী ফোর ফাইভ, ওয়ানস্ আই কট এ ফিস এলাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন, দেন আই লেট ইট গো এগেইন।
Teddy Bear Teddy bear, teddy bear, Turn around; Teddy bear, teddy bear, Touch the ground. Teddy bear, teddy bear, Polish your shoes; Teddy bear, teddy bear, Go to school.	**টেডি বিয়ার** টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার, টার্ন এরাউন্ড; টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার, টাচ দ্যা গ্রাউন্ড। টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার, পলিশ ইওর স্যুজ; টেডি বিয়ার, টেডি বিয়ার, গো টু স্কুল।